NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ এসআইআর আবহে বাংলাদেশে পালানোর আগেই গ্রেপ্তার সীমান্তে

খড়দার বন্দিপুরে ঘরের মধ্যে মজুত রাখা বারুদ থেকে বিস্ফোরণ ২

কলকাতা ১৭ নভেম্বর ২০২৫ ৩০ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.11.2025, Vol.19, Issue No. 156, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লি বিস্ফোরণে বড় সাফল্য এনআইএ-র

‘ঘাতক’ গাড়িটির জোগানদাতা ধৃত

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর: ছ’দিন পর দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডের তদন্তে বড়সড় সাফল্য পেল এনআইএ। ধরা পড়ল ‘ঘাতক’ সেই গাড়ির চালক উমর উন-নবির মূল সহযোগী। তদন্তকারীদের দাবি, উমরকে সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়িটি জোগাড় করে দিয়েছিল সেই। শুধু তা-ই নয়, দেশের বিভিন্ন শহরে ধারাবাহিক বোমা হামলার ছক কষতে উমরকে সাহায্যও করেছিল ওই ব্যক্তি। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ধৃত যুবকের নাম আমির রাশিদ আলি। রবিবার দিল্লি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বার কয়েক হাতবদলের পর শেষবার ‘ঘাতক’ গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল এই আমিরেরই নামে। হরিয়ানার এক ব্যক্তির কাছ থেকে গাড়িটি কিনে উমরের হাতে তুলে দিয়েছিল সে। এই হামলাকে ‘আত্মঘাতী হামলা’ নিশ্চিত করে এনআইএ জানিয়েছে, ঘাতক গাড়িতে বোঝাই করা হয়েছিল আইইডি বিস্ফোরক।

তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, ফরিদাবাদের আল-ফালাহ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক উমরের সঙ্গে মিলে বিস্ফোরণের ছক কষেছিল আমিরও। আমিরের বাড়ি কাশ্মীরের পাম্পোরের সম্বুরা এলাকায়। উমরের জন্য গাড়ি কেনার ব্যবস্থা করতে দিল্লি যায় ওই যুবক। পরে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য সেই গাড়িটিকে বেছে নেওয়া হয়। এনআইএ আরও জানিয়েছে, ফরেনসিক তদন্তে এবং ডিএনএ পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, উমরই ঘাতক গাড়িটিতে ছিলেন। উমরের আর একটি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা। গোটা ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৭৩ জন সাক্ষীর বয়ান সংগ্রহ করা হয়েছে। দিল্লি, জম্মু-কাশ্মীর, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যৌথ ভাবে তদন্ত এগোচ্ছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে এনআইএ। পাশাপাশি, গোটা দিল্লি জুড়ে ৩৪টি বেওয়ারিশ গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বিভিন্ন চেকপোস্টে চলছে লাগাতার তল্লাশি।

বিস্ফোরণে ব্যবহৃত সাদা রঙের ওই হুন্ডাই গাড়িটির নম্বর ছিল এইচআর ২৬ সিই ৭৬৭৪। ২০১৪ সালে নাদিম নামে এক ব্যক্তি গুরুগ্রামের এক শো-রুম থেকে

গাড়িটি কিনেছিলেন। ওই বছরই গুরুগ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ সলমনের কাছে সেটি বিক্রি করে দেন নাদিম। রেজিস্ট্রেশনের নথি ঘেঁটে শুরুতেই সলমনকে আটক করে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, গাড়িটি ওখলার বাসিন্দা দেবেন্দ্রের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন তিনি। দেবেন্দ্রর খোঁজ মিলতেই জানা যায়, গাড়িটি ফরিদাবাদের অমিত পটেলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন তিনিও! গত ২৯ অক্টোবর অমিতের থেকে ফের গাড়িটি কেনে আমির। তার হাত থেকেই গাড়ি যায় উমরের হাতে। এবার সেই আমিরকে ধরল এনআইএ। মামলার তদন্তভার কাঁধে নেওয়ার পর এটাই এনআইএ-র তরফে প্রথম গ্রেপ্তারি।

অন্য দিকে, দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে সামনে এসেছে আর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই নাশকতার মূলে থাকা তিন আততায়ী চিকিৎসক উমর, মুজম্মিল ও শাহিনের ২০ লক্ষের ‘মানি ট্রেল’ প্রকাশ্যে এনেছে গোয়েন্দা বিভাগ। রবিবার একটি সূত্র দাবি করেছে, হাওয়ালার মাধ্যমে এই বিপুল অঙ্কের টাকা পাঠানো হয়েছিল জইশ-ই-মহম্মদের তরফে। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় সামনে আসছে পাকযোগের তথ্য। দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডে জইশের যোগ থাকতে পারে সে সম্ভাবনার কথা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ। এহেন পরিস্থিতির মাঝে এই টাকার সূত্র স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে, সীমান্তের ওপার থেকে হাওয়ালার মাধ্যমে এসেছিল টাকা।

তদন্তকারীদের অনুমান, হাওয়ালার মাধ্যমে আসা ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ টাকা ব্যবহার করা হয় ২৬ কুইন্টাল এনপিকে সার কিনতে। যা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এতে রয়েছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম ভিত্তিক রাসায়নিক মিশ্রণ। যা বিস্ফোরক তৈরিতেও ব্যবহার করা যায়। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই টাকা ব্যবহার করেই সরাসরি বিস্ফোরক ও বিস্ফোরক জোগাড় করার নানান সামগ্রী কিনেছিল অভিযুক্তরা। সূত্রের খবর, মুজাম্মেলকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন হাওয়ালার মাধ্যমে আসা ওই টাকা নিয়ে চিকিৎসক উমর ও শাহিনের মধ্যে বিরোধও হয়েছিল। সব মিলিয়ে, দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডের তদন্তে নেমে একের পর এক পিঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছেন তদন্তকারীরা। যে হ্যান্ডলারের তরফে এই টাকা পাঠানো হয়েছিল আপাতত তার সন্ধান শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তের সন্ধান পেলে আরও স্পষ্ট হবে এই হামলার নেপথ্যে জইশ রয়েছে নাকি অন্য কোনও সন্ত্রাসী সংগঠন। তবে প্রাথমিক তদন্তের সমস্ত অভিমুখ এই হামলায় পাক যোগের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এদিকে রবিবার দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণস্থল থেকে তিনটি ৯ মিমি-ক্যালিবার কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে দু’টি তাজা এবং একটি খালি ছিল। ৯ মিমি-ক্যালিবার কার্তুজ সাধারণত সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। সেনা ছাড়া এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কার্তুজ উদ্ধার হলেও, ঘটনাস্থলে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্যকিছু পাওয়া যায়নি।

নীতীশই মুখ্যমন্ত্রী, অপেক্ষা কেবল আনুষ্ঠানিক ঘোষণার

সরকার গঠনের ফর্মুলাও নাকি চূড়ান্ত

পটনা, ১৬ নভেম্বর: ১৮তম বিহার বিধানসভার ফলাফল রাজ্যপাল রাজেন্দ্র অরলেকারের হাতে তুলে দিল নির্বাচন কমিশন। এবার শুরু হচ্ছে নতুন বিধানসভা গঠনের প্রক্রিয়া। এদিকে, প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বিহারে সরকার গঠনেরও। দিল্লিতে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সেরে রবিবার পটনায় ফেরেন জেডিইউ-এর কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় ঝা। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা শেষে দলীয় বৈঠকের প্রস্তুতি শুরু হবে। জেডিইউ আইনসভার দলীয় বৈঠক ডাকা হতে পারে সোমবারই। মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছে, ১৮ নভেম্বরের মধ্যেই এনডিএ-র আনুষ্ঠানিক নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করা হবে।

অন্য দিকে, বিজেপি এখন ছোট জোটসঙ্গীদের সঙ্গে বসে তাদের মন্ত্রিত্বের অংশ চূড়ান্ত করবে। হাম-নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতনরাম মাঝি দিল্লিতে গিয়ে দেখা করবেন অমিত শাহের সঙ্গে। একই কারণে রাজধানী গিয়েছেন উপেন্দ্র

কুশওয়াহা। আরএলজেপি প্রধান চিরাগ পাসোয়ানও দিল্লি পৌঁছবেন। তিনটি দল- এলজেপি(আর), হাম ও আরএলএম-কে নিয়ে একদফা যৌথ বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে সূত্রের খবর, বিহারে সরকার গঠনের ফর্মুলা চূড়ান্ত করে ফেলেছে এনডিএ জোট। ফের বিহারের কুর্সিতে বসতে চলেছেন নীতীশ কুমার। তবে আগের বারের মতোই সবচেয়ে বেশি মন্ত্রক যাচ্ছে বিজেপির দখলে। প্রাথমিক ভাবে বিহার বিজেপির কিছু নেতার এই ফর্মুলায় আপত্তি থাকলেও, কেন্দ্রীয় নেতাদের চাপে নীতীশকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদে মেনে নিয়েছেন তাঁরা, এমনটাই সূত্রের খবর।

সূত্রের খবর, শনিবার অমিত শাহর উপস্থিতিতে এনডিএ নেতারা গোপন বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানেই ঠিক হয়েছে ফের নীতীশকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। ভোটের আগে অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদী দু’জনেই বলেছিলেন, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে লড়বে এনডিএ জোট। কিন্তু ভোটের পর তাঁকেই ফের মুখ্যমন্ত্রী করা হবে কি না, সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনি বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের কিছু নেতা চাইছিলেন এবার অন্তত বড় শরিক হিসাবে কুর্সি তাঁদের দখলে যাক। কিন্তু ভোটের যা ফল, তাতে নীতীশকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই কোনও টানাপোড়েনের রাস্তায় না-গিয়ে তাঁকেই নেতা করা হচ্ছে। তবে উপমুখ্যমন্ত্রী নিয়ে কোনও ফর্মুলা এখনও ঠিক হয়নি। তবে শনিবার নীতীশের সঙ্গে সাক্ষাতের পর চিরাগের উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে।

সূত্রে জানা যাচ্ছে, মন্ত্রিসভার বণ্টনও একপ্রকার ঠিক হয়ে গিয়েছে। এনডিএ নেতারা ঠিক করেছেন, প্রতি ছ’জন বিধায়ক পিছু একজন করে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করা হবে। সেই ফর্মুলা অনুযায়ী, বিজেপি থেকে মন্ত্রী হতে পারেন ১৫ জন। ১৩-১৪টি মন্ত্রক পেতে পারে নীতীশের জেডিইউ। চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি(আর) থেকে ৩ জন মন্ত্রী হবেন। একটি করে মন্ত্রক পাবে জিতনরাম মাঝির হাম ও উপেন্দ্র কুশওয়াহার আরএলএম।

সব ঠিক থাকলে ১৯-২০ নভেম্বর ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন নীতীশ।

হাসিনার রায়

■ **আজ সোমবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগ নেত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে রায় জানাবে বাংলাদেশের আদালত (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল)। তার আগে সতর্ক ঢাকা পুলিশ। কোথাও সাধারণ মানুষ বা পুলিশের উপর ককটেল হামলা বা গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা দেখলেই গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা পুলিশ।**

‘ব্রিটিশের দালাল’

■ **সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কে জড়ালেন মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার। শনিবার বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীর একটি অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন, রামমোহন রায় নাকি ব্রিটিশদের দালাল ছিলেন এবং ধর্মান্তরণে ভূমিকা রেখেছিলেন। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এই মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে।**

লালু-পরিবারে ভাঙন চওড়া, রোহিণীর পাশে তেজপ্রতাপ

যাদবকুলে মুষলপর্ব

পটনা, ১৬ নভেম্বর: দল ও পরিবারের সঙ্গে শনিবারই সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন লালুপ্রসাদ যাদবের কন্যা রোহিণী আচার্য। এরপর রবিবার আরও তীব্র হল লালুপ্রসাদ যাদবের পরিবারের ভাঙন। জানা গিয়েছে, এদিন লালুর আরও তিন মেয়ে রাজলদী, রাগিনী ও চান্দা পটনার বাড়ি ছেড়েছেন সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা দিল্লি চলে গিয়েছেন। এর থেকে পরিষ্কার, বিহারের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক পরিবারে স্পষ্ট ভাঙনের ছায়া। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি। কার্যতই নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়েছেন।

আগেই রোহিণী বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। অভিযোগ, তাঁকে মারতে তাঁর দিকে জুতোও তোলা হয়েছিল। যদিও রোহিণী আলাদা করে কারও নাম নেননি। তিনি লিখেছেন, ‘আমি আমার আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করিনি। সত্যকে বিসর্জন দিইনি। কেবল এই কারণেই আমাকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে। গতকাল বাধ্য হয়ে এক অসহায় মেয়ে তাঁর ক্রন্দনরত বাবা-মা এবং বোনেদের ছেড়ে চলে এসেছে। আমাকে অনাথ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও পরিবারে যেন কখনওই আমার মতো কন্যা-বোন না থাকে।’

রবিবার সকালে সমাজমাধ্যমে আরও একধাপ এগিয়ে রোহিণী জানিয়েছেন, বাবাকে কিডনি দেওয়া নিয়েও তাঁকে খোঁটা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁর কিডনি ‘নোংরা’। রোহিণী লিখেছেন, ‘আমাকে গালিগালাজ করে বলা হয়েছে, আমি নোংরা। আমি আমার নোংরা কিডনি বাবাকে দিয়েছি। কোটি কোটি টাকা নিয়েছি। টিকিট কিনেছি।’ নিজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিবাহিত মেয়েদের পরামর্শ দিয়েছেন লালুকন্যা। বলেছেন, ‘বিবাহিত মেয়ে-বোনেদের আমি বলতে চাই, যদি বাপের বাড়িতে ভাই বা ছেলে থাকে, ঈশ্বরতুল্য বাবাকেও তোমরা কেউ বাঁচাতে যেও না। ভাইকে, অর্থাৎ সেই বাড়ির ছেলেকে বলো কিডনি দিতে। সব মেয়ে-বোনের উচিত নিজের বাড়ি, নিজের পরিবার, নিজের সন্তান, নিজের কাজ এবং নিজের শ্বশুর-শাশুড়ির খেয়াল রাখা। মা-বাবার যত্ন নেওয়া উচিত নয় মেয়েদের। শুধু নিজের কথা ভাবা উচিত।’ রোহিণীর পোস্টের পরতে পরতে ঝরে পড়েছে ক্ষোভ, অভিমান। তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমি বাবাকে কিডনি দেওয়ার সময় নিজের পরিবার, তিন সন্তানের কথা না ভেবে বড় অপরাধ করে ফেলেছি। স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির অনুমতিও নিইনি। বাবাকে বাঁচাতে আমি যা করেছিলাম, তাকে এখন নোংরা বলা হচ্ছে। আমার মতো ভুল কেউ কোনও দিন কোরো না। রোহিণীর মতো মেয়ে যেন কেউ না-পায়।’ তবে কোনও পোস্টেই তেজস্বী বা অন্য কারও নাম নেননি রোহিণী।

এহেন পরিস্থিতিতে বোন রোহিণীর পাশে দাঁড়ালেন লালুর ‘ত্যাজ্যপুত্র’ তেজপ্রতাপ যাদবও। রবিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার সঙ্গে যা ঘটেছে, তা আমি সহ্য করে নিয়েছি। কিন্তু আমার বোনকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, হেনস্থা করা হয়েছে, তা অসহনীয়।’

মতুয়া অনশন মঞ্চে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঠাকুরনগরে মমতাবালা ঠাকুরের নেতৃত্ব চলা আমরণ অনশন মঞ্চের এল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। চিঠি দিয়ে অনশন তুলে নিতে আবেদন জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর-এর প্রতিবাদে এবং নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে ৫ তারিখ থেকে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আমরন অনশনে বসেছে মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধু গোঁসাইরা। রবিবার তাঁদের অনশন ১২ দিনে পড়েছে। এদিন অনশন মঞ্চে আসে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। প্রতিদিন দলে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও তন্ময় ঘোষ। অনশন মঞ্চ থেকে কেন্দ্র সরকার এবং শান্তনু ঠাকুরকে আক্রমণ করেন শশী পাঁজা ও স্নেহাশিস চক্রবর্তী।মতুয়াদের উদ্দেশ্যে শশী পাঁজা বলেন, ‘আপনারা কাউকে একটা কোনও কাগজ দেখাবেন না। এর থেকে বড় অপমান হতে পারে না যে, আমাকে কাগজ দেখাতে হবে এই দেশের নাগরিক তা প্রমাণ করার জন্য। যে কাগজ প্রধানমন্ত্রীর হাতে আছে, সেই

কাগজ আপনাদের হাতেও আছে। কাগজ বের করলে আপনারা কিন্তু তাদের কাছে নতি স্বীকার করছেন।’ একই সঙ্গে শান্তনু ঠাকুরকে আক্রমণ করে বলেন, ‘ভোটে নির্বাচিত হব আর বলব তোমরা সবাই ভুয়া। তাহলে আপনিও ভুয়া সাংসদ।’ স্নেহাশিস চক্রবর্তী অনশনকারীদের উদ্দেশে বলেন, যে সরকার কানে শোনে না, চোখে দেখে না, সেই সরকারের সামনে জীবন-মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে কোনও মানবিক আবেদন সেই পাষাণকে গলাতে পারে না। তাই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে এবং বৃহত্তর আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।’

পুলিশ কার দালাল? মন্ত্রীর প্রশ্নে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলের অভ্যন্তরীণ বিবাদের জেরে খড়দহে উত্তেজনা ছড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ-প্রশাসনের উপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, সময়মতো পদক্ষেপ না-করায় পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এমনকী, তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, ‘পুলিশ কাদের হয়ে কাজ করছে?’ তাঁর প্রশ্ন, পুলিশ কার দালাল? মন্ত্রীর এহেন বিস্ফোরক মন্তব্যে স্বভাবতই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশেষত, পুলিশমন্ত্রী যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

রবিবার আহত কর্মীর বাড়িতে গিয়ে শোভনদেব বলেন, ‘ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশকে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে হয়। নিহত বা আহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলা, বয়ান নেওয়া, অকুস্থলে যাওয়া-এগুলো ন্যূনতম দায়িত্ব। কিন্তু এখানে সব কিছুই উলটো। পুলিশ নাকি বলছে বিষয়টা ভিতরে ভিতরে মিটিয়ে নিতে! এটা কি পুলিশের কাজ? পুলিশ কার দালাল? কার

দালালি করছে পুলিশ, আমি তো বুঝতে পারছি না।’ তিনি আরও দাবি করেন, প্রশাসনের নজরদারির ঘাটতি থাকলে তবেই এমন হামলা সম্ভব। তাঁর কথায়, ‘পুলিশ যদি নিজের কর্তব্য পালন করত, তবে পরিস্থিতি এতটা জটিল হত না।’ মন্ত্রীর অভিযোগ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা তো নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে কীভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে? প্রসঙ্গত, শনিবার দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে খড়দহ। সংঘর্ষের মাঝে তৃণমূলেরই এক কর্মীকে ছুরি দিয়ে বেপরোয়া কোপানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তির দলেরই অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

জেল থেকেই তোলাবাজি জীবনকৃষ্ণের

বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার আঁচ ফের তীব্র করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ ছুড়ে তিনি সরাসরি আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস এবং চাকরি দুর্নীতির দায়ে ধৃত তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে। শুভেন্দুর দাবি, জেলবন্দি থাকলেও থামেনি সাহার ‘চাঁদাবাজি ও নিয়োগ ব্যবসা’। বরং, কারাগারই নাকি পরিণত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত দুর্নীতি-কেন্দ্রে।

তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিজেপি নেতার দাবি, ‘একবার জালিয়াত, চিরকাল জালিয়াত। জীবন সাহা তাঁর প্রকৃত স্বভাবেই ফিরে গিয়েছেন। সাধারণ মানুষ সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়তে সংগ্রাম করছে, আর তিনি জেলের ভিতর থেকেই দু’নম্বর কারবার চালাচ্ছেন।’ শুভেন্দুর অভিযোগ, জীবন সাহা জেলের ভিতর থেকেই ঘুষ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগে বেআইনি সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছেন। বিষয়টিকে তিনি রাজ্যের কারাব্যবস্থার ‘চরম ভঙ্গুরতা’ এবং তৃণমূলের ‘দুর্নীতি-সংস্কৃতির প্রতিফলন’ বলে আখ্যা দেন। প্রশ্ন তোলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথাকথিত ‘সততার প্রতীক’-এর দাবি কি তবে ভেঙে পড়ছে একের পর এক দুর্নীতির ঘটনায়?

শুভেন্দু স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এই একই মামলায় জীবন সাহাকে দু’বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দু’বারই নাকি তিনি ফোন নষ্ট করে তথ্য লোপাটের চেষ্টা করেছিলেন, যা ক্যামেরাবন্দি রয়েছে। সেই অভিযুক্তই জেলে বসে আবার তৎপর; এমন দাবি শুভেন্দুর। এখানেই না-থেমে ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি ইডি-কে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট ভয়েস স্যাম্পল পরীক্ষার মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটনের দাবি জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-সহ একাধিক মামলা রাজ্যের বাইরে স্থানান্তর করলে তদন্তই বরং নিরপেক্ষ হবে। পাশাপাশি, ওই ঘটনায় যুক্ত কারাকর্তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। তাঁর অভিযোগ, ‘এটি কেবল অবহেলা নয়, সরাসরি সহযোগিতা।’

শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে স্বভাবতই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্কের ঝড়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও ধারালো হল এবং রাজ্যের শাসক দলের দিকে বিরোধীর অভিযোগের তির আরও তীব্র হল বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ ঘিরে ‘মহাদুর্নীতির’ সঙ্গে এবার যুক্ত হচ্ছে জেলের অভ্যন্তরে দুর্নীতির অভিযোগ। ফলে রাজনৈতিক ময়দান আরও উষ্ণ হওয়া সময়ের অপেক্ষা। বিরোধী নেতার দাবি, ‘বাংলা জেল-মাফিয়া রাজনীতি থেকে মুক্তি চায়।’

CHANGE OF NAME

আমি Binay Halder পিতা Lt. Manoranjan Halder ঠিকানা Vill+P.O- Dompukur, P.S- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741123 গত 12/11/25 তারিখে Executive Magistrate (1st Class) Krishnagar, Nadia এর এফিডেভিট বলে আমার পিতা Manoranjan Halder ও Mohan Chandra Biswas একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইল। (Land Parcha being Kh. No: 556, Mouza- 131 No Jalkar Mathurapur, P.S- Bhimpur এ আমার পিতার নাম Mohan Chandra Biswas আছে)।

আমি Gita Mondal স্বামী Bishwanath Mondal ঠিকানা Vill- Chapra Halderpara, P.O- Bangaljhi, P.S- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741123 গত 11/11/25 তারিখে Executive Magistrate (1st Class) Krishnagar, Nadia এর এফিডেভিট বলে Gita Mondal ও Gitarani Biswas একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইল। (Land Parcha being Kh. No: 554, Mouza- 131 No Jalkar Mathurapur, P.S- Bhimpur এ আমার নাম Gitarani Biswas আছে)।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সঞ্জয় সাহা, পিতা- মৃত রামচন্দ্র সাহা, সাকিন- শক্তিনগর, বগুলা রোড, পোঃ- শক্তিনগর, জেলা- নদীয়া, গত ইং ১৬/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-১৬৪৯/২০২৪ নম্বর একখানি আমমোক্তার দলিল বলে মূল মালিকগন যথা (১) উৎপল ব্যানার্জী (বন্দোপাধ্যায়), (২) বিমান ব্যানার্জী (বন্দোপাধ্যায়), (৩) মাধুরী ব্যানার্জী (বন্দোপাধ্যায়), (৪) শ্রাবনী ব্যানার্জী (বন্দোপাধ্যায়), সর্বপিতা- মৃত বারীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (ব্যানার্জী) ওরফে বারীন্দ্রনাথ কুমার বন্দোপাধ্যায় (ব্যানার্জী), মহাশয়/মহাশয়াদ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছে। এক্ষনে ১) (ক) আলামীন সেখ, (খ) রহিম সেখ, উভয়ের পিতা- তানসেন সেখ ১৫/০৭/২০২৪ তারিখে একত্রে ৭১৫৩ নং দলিলে J.L No-92, LR-১৭০৭০ খতিয়ানে R.S ২০৬৭৬, LR ১৫৭৮৪ দাগে ৬.১৯ শতক ২) সাহানারা বিবি, স্বামী-তানসেন সেখ ০৫/০৪/২০২৪ তারিখে ৩৬৭৬ নং দলিলে J.L. No-92, L.R- ১৭০৭০ খতিয়ানে R.S ২০৬৭৬,LR ১৫৭৮৪ দাগে ৪.১৩ শতক উহাদের নিকট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। উপরুক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L&L.R.O কৃষ্ণনগর-I ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেল দ্বারা সমস্ত আইন মোতাবেক সকলপ্রকার কার্যক্রম হইবে।

Jayanta Kumar Biswas, Advocate
F-271/819/98,
Krishnagar Dist. Court, Nadia

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমর মক্কেল পরিমল সাহা, পিতা- মনীন্দ্র সাহা, সাং+পোঃ- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালী, গত ইংরাজীর ০৬/০৯/২০১৩ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-7530/2013 নম্বর একখানি আমমোক্তার নামা দলিল বলে মূল মালিক যথা- ছায়া বিশ্বাস দীগর দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষনে (১) বলাই সাহা (২) রামকৃষ্ণ সাহা, পিতা- ৺পরেশ চন্দ্র সাহা- এর নিকট, গত ইং-২৩/১০/২০১৩ তারিখে ৮৪৬৬ নং দলিলে, J.L. No-92, এল.আর ২১২৮৪, ২৩১৭৩, ২৩২৬৫, ২৩৫১১, ২৩৫১২, ২০০৪৮, ২৩৯১৩ খতিয়ানে এল.আর ২৪৮০৪ দাগে ১০.৬৮ শতক সম্পত্তি ও এল.আর ২০০৪৯, ২৪২১৫ খতিয়ানে, এল.আর ২৪৮০৪ দাগে ৩.৪০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। উপরুক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L&L.R.O কৃষ্ণনগর ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেল দ্বারা সমস্ত আইন মোতাবেক সকাল প্রকার কর্যক্রম হইবে।

Jayanta Kumar Biswas, Advocate
F-271/819/98,
Krishnagar Dist. Court, Nadia

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৭ ই নভেম্বর। ৩০ শে কার্তিক। ত্রয়োদশী। সোম বার। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র এবং বিংশোত্তোরী কেতু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আস্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র-শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ দেব সেনাপতি কার্তিক পুজা। শ্রীশ্রী ইতুপূজা। সৌর কাত্যায়নী দেবীর পূজা আরম্ভ। কুমারী সেঁজুতি ব্রত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এসআইআর আবহে বাংলাদেশে পালানোর আগেই গ্রেপ্তার সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়া বাংলাদেশি নাগরিক ও ভারতীয় দালালদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সীমান্তে বেআইনি অনুপ্রবেশ রোধে অভিযান হাঁসখালি থানার। শনিবার বিকেলে হাঁসখালি থানার পুলিশের একটি দল ১০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে। আটক ব্যক্তিরা হল সাদ্দিক মোরোল (৫২) বাড়ি কেশাপপুর, জেলা যশোর, বাংলাদেশ। শাহিন মোরোল (২৯) তারও একই ঠিকানা। আজাহারউদ্দিন মোরোল (২২), একই ঠিকানায় বাড়ি। মহম্মদ সামিরউদ্দিন মোরোল (১৮) তারও বাড়ি বাংলাদেশের যশোরে। শেখ সাহেব (২৭) হাসমিতা পারভিন হীরা (৪৫), আমিনা মোরোল (৬৫), রীনা বেগম (৩৫) ও সঙ্গে এক কোলের শিশু। নুরনাহার বেগম (২৫) সঙ্গে দুই কোলের শিশু এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। সুমাইয়া খাতুন (১৮) উক্ত ব্যক্তিদের উমারপুর গ্রাম থেকে আটক করা হয়। ২ জন ভারতীয় দালাল সাবির দফাদার (৩২), বাড়ি হাঁসখালি থানার উমারপুর অন্যজন সাইফুল দফাদার (১৮) তাঁকেও ধরা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে আটক বাংলাদেশি নাগরিকরা কয়েক বছর আগে বেআইনিভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছিল। শনিবার বিকেলে তাঁরা হাঁসখালি থানা এলাকায় পৌঁছয় এবং উপরোক্ত উমারপুর গ্রামের ভারতীয় দালালদের আশ্রয় নেয়, যারা তাদেরকে একই রাতে বেআইনিভাবে বাংলাদেশে ফিরে যেতে সহায়তা করার পরিকল্পনা করেছিল। ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ধারায় হাঁসখালি থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আটক সকল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে, রানাঘাট আদালতে পাঠানো হচ্ছে। দালাল ও অন্যান্য সহযোগীদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এবার এসআইআর-এ সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পুরস্কার দেবে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে নয়া উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। এবার এসআইআর-এ সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য পুরস্কার দিতে চলেছে কমিশন। সেই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় চালু করা হয়েছে বিশেষ প্রচারাভিযান। কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কোনও ভোটার যদি ভিডিও বা রিলস তৈরি করেন এবং তা নিজের এক্স হ্যান্ডল বা ইনস্টাগ্রাম -এ হ্যাশট্যাগ 'হর যোগ্য মতদাতা জরুরি' লিখে ট্যাগ করে পোস্ট করেন, তবে কমিশন সেই রিল বা ভিডিও তাদের সমস্ত অফিসিয়াল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করবে। পাশাপাশি নির্বাচিত ভিডিও নির্মাতাদের পুরস্কৃতও করা হবে।

উদ্দেশ্য একটাই; এসআইআর নিয়ে আরও বেশি মানুষকে যুক্ত করা, ভোটার তালিকা সংশোধনের গুরুত্ব বোঝানো এবং একজনও যোগ্য ভোটার বাদ না পড়েন এই বার্তা রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া।

কমিশনের আশা, এই ডিজিটাল ক্যাম্পেনের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে সকল বয়সের নাগরিকের কাছে এসআইআর প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আরও দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে পৌঁছে যাবে।

হাওড়ায় রাস্তায় বসে ফর্ম বিলি, এসআইআর নিয়ম ভেঙে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও হাওড়ার লিলুয়া মীরপাড়া এলাকায় শনিবার এক মহিলা বিএলও-কে রাস্তার ধারে টেবিল, চেয়ার পেতে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করতে দেখা যায়। সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তিনি প্রথমে দাবি করেন, নিয়ম লঙ্ঘন করছেন না। পরে অবশ্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেয়ে তিনি সেই টেবিল, চেয়ারের আসন গুটিয়ে নিয়ে আবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম দিতে শুরু করেন। ৪ নভেম্বর থেকে সারা রাজ্যের সঙ্গে হাওড়াতেও এসআইআর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অধিকাংশ এলাকায় বিএলওরা বাড়ি বাড়ি ফর্ম দেন বটে, তবে অভিযোগ রয়েছে; কয়েকটি অঞ্চলে দশ দিন পার হলেও সকল ভোটারের হাতে ফর্ম পৌঁছয়নি।

শনিবার দেখা যায়, বালি বিধানসভার ওই এলাকায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ঘেরা অবস্থায় এক বিএলও রাস্তার ধারে বসে ফর্ম দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে সেখানে গিয়ে লাইন দিয়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন তুলতেই শাসক দলের এক বিএলএ বিজন দে আপত্তি তোলেন। তাঁর বক্তব্য, এলাকার বহু ভোটার অন্যত্র থাকেন; কেউ উত্তরপাড়া, কেউ রিষড়া, কেউ চামরাইল বা কোনায়। বাড়িতে গিয়ে পাওয়া যায় না। তাঁদের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসেই ফর্ম দিচ্ছেন বিএলও।

বিএলও শিপ্রা মণ্ডলও জানান, বহু পরিবারই পুরনো বাড়ি প্রোমোটিংয়ে দিয়ে অন্য এলাকায় থাকেন। তাঁরা ফোনে জানান, এলাকায় এসে ফর্ম নিতে চান। যাতে এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে যেতে না হয়, তাই এখানে বসেছিলাম, বলেন তিনি।

তবে নিয়ম বহির্ভূত এই পদ্ধতির কথা উল্লেখ করলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। নির্দেশ পেয়ে তিনি রাস্তার আসন ছেড়ে দিয়ে আবার ঘরে ঘরে ঘুরে ফর্ম বিতরণ শুরু করেন।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বিজেপি নেতা উমেশ রায় বলেন, এক মাসে এসআইআরের কাজ শেষ না হলে সময় বাড়ানো যেত। কিন্তু নিয়ম ভেঙে এভাবে কাজ করা অনৈতিক। সময়সীমা পেরোলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রশ্নও উঠতে পারে।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাওয়ার ব্লক, বিলম্বের পর ব্লু লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার রাতভর নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ব্লু লাইনে পাওয়ার ব্লক জারি করে। রবিবার ভোরবেলায় কাজের পরিমাণ বাড়ায় এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সেই পাওয়ার ব্লকের সময়সীমা আরও বাড়ানো হয়। এর ফলে রবিবার সকালে ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত সীমিত পরিষেবাই চালু ছিল।

কর্তৃপক্ষ জানায়, শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে পরিষেবা অল্প সময়ের মধ্যেই চালু হবে। অবশেষে সকাল ১০টা ০৮ মিনিটে ব্লু লাইনের পুরো রুটে স্বাভাবিক মেট্রো পরিষেবা পুনরায় শুরু হয়।

বেসরকারি বাসে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চাঁপড়া থানার পুলিশের মাদক উদ্ধার। রবিবার সকালে নদিয়ার চাপড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুরগামী একটি বেসরকারি বাসে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হচ্ছে। খবর পেয়েই চাঁপড়া থানার পুলিশ বড় আঁদুলিয়া মোড়ে বাসটিকে আটক করে তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশিতে প্রথমে বাসের ভিতর থেকে একটি সাদা ব্যাগ পাওয়া যায়, যা একটি ভাঙা প্লাস্টিকের বালতিতে ঢেকে রাখা ছিল। ওই ব্যাগ থেকেই উদ্ধার হয় ৮ প্যাকেট গাঁজা। পরে আরও দুইটি ব্যাগ তল্লাশি করে অতিরিক্ত ৮ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে চাপড়া থানার পুলিশ। তল্লাশিতে মোট ১৬ প্যাকেট গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার ওজন ৩২ কেজি। উদ্ধার হওয়া গাঁজা পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, বাসের চালক, কন্ডাক্টর ও খালাসির সহায়তায় কয়েকজন যাত্রী মিলে এই মাদক পাচারের পরিকল্পনা করেছিল। সমস্ত আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে মাদক ও ব্যাগগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এত পরিমাণ গাঁজা কোথায় পাচার হচ্ছিল বা এর সঙ্গে কারা যুক্ত রয়েছে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খড়দার বন্দিপুরে ঘরের মধ্যে মজুত রাখা বারুদ থেকে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আচমকা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল রহড়া থানার খড়দার বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুর কলোনি এলাকা। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ সিংয়ের ঘরে রবিবার বিকেলে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। যদিও বিস্ফোরণের সময় ঘরের মধ্যেই ঘুমিয়েছিলেন অভিজিৎ-সহ তার স্ত্রী ও সন্তান। কিন্তু কারও কোনও শারীরিক ক্ষতি হয়নি। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রহড়া থানার পুলিশ এবং এসিপি (ঘোলা) তনয় চ্যাটার্জি। কি থেকে ওই বাড়িতে বিস্ফোরণ, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মী দাসের বাড়িতে গত তিন বছর ধরে পরিবার নিয়ে ভাড়া আছেন অভিজিৎ সিং। ঘটনা নিয়ে এসিপি ঘোলা তনয় চ্যাটার্জি বলেন, ঘরের মধ্যে বারুদ জাতীয় কিছু মজুত করে রাখা ছিল। তা থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিকে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে অভিজিৎ সিং বলেন, দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে তাঁরা ঘুমিয়েছিলেন। বিকট শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। টিভি নীচে পড়ে যায়। ঘর ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। তাঁর দাবি, উড়ন্ত তুবড়ি তৈরি করার জন্য তিনি ঘরের মধ্যে বারুদ রেখেছিলেন। তা থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে। পুলিশ অভিজিৎকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

বিশ্রামরত...। ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

বিধায়কের দলবদলের মামলায় পদ খারিজ মুকুল রায়ের
অন্য তিন বিজেপি বিধায়কের ভবিষ্যৎ অধরাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কৃষ্ণনগর উত্তরের নির্বাচিত বিধায়ক মুকুল রায়কে দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় দোষী সাব্যস্ত করে বিধায়ক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের পর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপির আরও তিন জন বিধায়ক; হরকালী প্রতিহার, তাপসী মণ্ডল ও সুমন কাঞ্জিলাল কি একই বিধি অনুযায়ী পদবঞ্চিত হবেন? মূল ঘটনা হল, মুকুল রায় বিজেপির টিকিট পেয়ে নির্বাচিত হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর বিজেপি তাঁদের অভিযোগ আদালতে নিয়ে যান। আদালত পর্যালোচনা শেষে জানায়, এই দল পরিবর্তন সংবিধানের দশম তফসিলের লঙ্ঘন এবং তাই তাঁকে বিধায়কের পদ থেকে অপসারিত করা উচিত। এই রায়ের পর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ব্যাপক। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তিনি আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা আদালত ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব দাবি করেছেন, তাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই রায় বিজেপির অভ্যন্তরেও কিছু অস্বস্তির কারণ হয়েছে। এদিকে, হরকালী প্রতিহার, তাপসী মণ্ডল ও সুমন কাঞ্জিলাল ইতিমধ্যেই দলবদলের পথে গিয়েছেন যা মুকুল রায়ের মামলার নজির অনুসারে তাঁদের ভবিষ্যৎও প্রশ্নবিদ্ধ করছে। রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা হচ্ছে, শুভেন্দু অধিকারী কখন এই তিনের বিরুদ্ধে একই পদক্ষেপ নেবেন কিনা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এখন দল কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়নি। পরবর্তী পদক্ষেপ হাতে রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর। আবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্পিকারের বিরুদ্ধেও পালটা অভিযোগ আনার প্রস্তুতি চলছে। তাঁদের অভিযোগ, শুভেন্দু অধিকারী নিজেও একাধিকবার দলত্যাগ বিরোধী আইন ভঙ্গ করেছেন। তৃণমূলের একজন পরিষদীয় দলের সদস্যের মতে, বিষয়টি সহজ নয়। বিধানসভায় স্পিকারই কাস্টোডিয়ান। আদালত স্পিকারের কাজের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে কি না, তা নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। স্পিকার এখনো আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন। সার্বিকভাবে, মুকুল রায়ের রায়ের পর রাজ্যের রাজনীতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রায় বিজেপির তিন জন দলবদলু বিধায়কের জন্য সংকেত হতে পারে। আগামী কয়েক মাস রাজ্য রাজনীতিতে এই ব্যাপারে চলমান উত্তেজনার অবকাশ রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের শ্রমিক সম্মেলন, জানুয়ারিতে কলকাতায় বৃহৎ জমায়েতের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শ্রমজীবী শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে আজ থেকে রাজ্যজুড়ে শ্রমিক সম্মেলনের সূচনা করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই কর্মসূচির লক্ষ্য; রাজ্যের নির্মাণশ্রমিক, মৎস্যজীবী, বিদ্যুৎ, চা ও কৃষি শিল্প সম্পর্কিত শ্রমিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন। দলের শ্রমিক সংগঠনের এক সূত্র জানাচ্ছে, বর্তমানে অগণিত অসংগঠিত শ্রমিককে পাশে টানাই এই প্রচারের মূল উদ্দেশ্য, কারণ এই শ্রেণির ভোটারই আগামী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কাঁথি, জলপাইগুড়ি, ফারাক্কা ও শ্রীরামপুর; রাজ্যের নানা প্রান্তে একাধিক এলাকায় পর্যায়ক্রমে আয়োজিত হবে এই সভাগুলি। প্রতিটি জেলায় শ্রমনির্ভর জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করেই স্থানগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে এই আয়োজন চলবে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত। দলের এক শীর্ষ শ্রমিক নেতা বলেন, তৃণমূল সবসময় শ্রমজীবী মানুষের দল। রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য যা কাজ হয়েছে, তা কেন্দ্রের বাধার মুখেও থেমে থাকেনি। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের কল্যাণের নামে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবে প্রায় নেই বললেই চলে; মজুরি বৃদ্ধি, পেনশন কিংবা নিরাপত্তা, সব ক্ষেত্রেই তারা উপেক্ষিত। তাঁর মতে, এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হল শ্রমিক সমাজকে প্রকৃত তথ্য জানানো এবং সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, এই উদ্যোগ তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারেরই অংশ। শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ দলকে জনমনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক বার্তাও ছড়াতে চায় শাসক দল। জানুয়ারি মাসে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে একটি বৃহৎ সমাবেশের পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভাই রাজ্যজুড়ে চলা এই শ্রমিক প্রচারাভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটাবে বলে জানা গেছে। তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, শ্রমিক শ্রেণির কাছে পৌঁছনোর সবচেয়ে সহজ পথ হল এই ধরনের সর্বজনীন সমাবেশ। নির্মাণ থেকে চা, কৃষি থেকে বিদ্যুৎ; প্রতিটি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের একই মঞ্চে এনে তাঁদের সমস্যা সরাসরি শোনা এবং সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রচারের মূল লক্ষ্য। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপির শ্রমিক সংগঠনগুলোর ক্রমবর্ধমান তৎপরতার মোকাবিলায়ও এটি হতে পারে দলের কৌশলগত পদক্ষেপ।

কলকাতা-হাওড়ার দূষণ বাড়াচ্ছে রাস্তার ধুলো !

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গঙ্গার দুই পাড়ে অবস্থিত কলকাতা ও হাওড়ার আকাশ ক্রমশই নিঃশ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য; এই দুই শহরের প্রধান দূষণের কারণ মোটেও গাড়ির ধোঁয়া বা জ্বালানি নয়, বরং রাস্তার ধারে জমে থাকা ধুলোই বাতাসকে করছে বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। দূষণ বিষয়ে এতদিন যতটা দোষ দেওয়া হত রান্নার ধোঁয়া, শিল্পাঞ্চলের ধুলো কিংবা গাড়ির নির্গমনকে, এবার সেই ধারণা কেঁপে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শহরের প্রতিদিনের চলাচলে রাস্তার ধুলোকণাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে পরিবেশের। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বাতাসে পিএম ১০ ঘনত্বের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ এবং পিএম ২.৫ মাত্রার ১০ থেকে ১৫ শতাংশই আসে এই ধুলো থেকে। তুলনায় কারখানা বা গাড়ির ধোঁয়া থেকে দূষণের পরিমাণ মার্জিনে অনেক কম। পর্ষদের দেওয়া তথ্যে বলা হয়েছে, ধুলোর কারণে বিভিন্ন শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা ও অ্যালার্জি বাড়ছে দ্রুত। শিল্পাঞ্চল বা যানবাহনের দূষণে অসুস্থতার হার এর তুলনায় প্রায় অর্ধেক। গ্রীষ্ম এবং শীতে করা সমীক্ষার ফলাফল বলছে, বছরের উভয় ঋতুতেই রাস্তার ধুলোই দূষণের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে উঠে এসেছে। হাওড়া অঞ্চলে শীতকালে পিএম ১০ মাত্রা গড়ে ৩ থেকে ৫ শতাংশ এবং পিএম ২.৫ থাকে প্রায় ১৫ শতাংশ। কিন্তু শহরের বাইরের অঞ্চলের ধুলো শহরে ঢুকলে এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। গ্রীষ্মের উষ্ণ পরিবেশেও ধুলো উড়ে পিএম ১০ পৌঁছে যায় ৩৫ শতাংশে আর পিএম ২.৫ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫০ শতাংশে। কলকাতার চিত্রও প্রায় একই। শীতের মরশুমে পিএম ১০ এর ঘনত্ব পৌঁছে যায় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশে এবং পিএম ২.৫ প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। গরমে ধুলো আরও বৃদ্ধি পেয়ে বাতাসে পিএম ১০ ও পিএম ২.৫ উভয়ের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠান্ডার সময় বাতাস স্থির থাকে বলে ধুলো মাটির কাছাকাছি আটকে পড়ে যায়। ফলে দূষণের ঘনত্ব ভূপৃষ্ঠের স্তরেই থেকে যায় এবং মানুষের শ্বাসতন্ত্রে আরও প্রভাব ফেলে। অপরদিকে, গ্রীষ্মে গরমে ধুলোকণা ওপরে উঠলেও মাত্রা তেমন কমে না। রিপোর্টে সাফ জানানো হয়েছে, এই ধুলোর নাটকীয় বৃদ্ধি রুখতে এখনই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়মিত রাস্তা পরিষ্কার, জল ছিটানো এবং নির্মাণস্থলে ধুলো নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে। কলকাতা পুরনিগম ইতিমধ্যেই কয়েকটি এলাকায় অভিযান শুরু করেছে বলে পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে।

শিলিগুড়িতে দম্পতির দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে এক দম্পতির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। জানা গেছে, শিলিগুড়ি আশিঘর সংলগ্ন থারুঘাটিতে এক দম্পতির দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় সাহু নদীতে রক্তাক্ত অবস্থায় অনিমা মণ্ডল নামে এক মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। এ দিকে আবার, ঘটনাস্থল থেকে প্রায় কয়েকশো মিটার দূরে তপন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ জঙ্গলের একটি গাছে ঝুলতে দেখা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যা থেকে ওই দু'জন নিখোঁজ ছিলেন। সম্পর্কে তাঁরা দম্পতি ছিলেন। রবিবার সকালে তাঁদের দেহ উদ্ধার হয়। দুইজনই স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৭ নভেম্বর ২০২৫, ৩০ কার্তিক ১৪৩১ সোমবার

গতকাল এজরা স্ট্রিটে বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের দোকানে আগুন। ভস্মীভূত এজরা স্ট্রিট মার্কেটের একাংশ। আগুনে কমপক্ষে ১০০ দোকান ক্ষতিগ্রস্ত। ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

আবেদন নাকচ কলকাতা হাইকোর্টের

শহুরে ৩৬টি কেন্দ্রে বহু ভোটার 'অদৃশ্য', উদ্বেগে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন অভিযানে প্রায় সমগ্র ভোটারকেই প্রায় ৯৮ শতাংশ গণনা ফর্ম বিলি করা গেলেও শহরকেন্দ্রিক বেশ কিছু বিধানসভায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কমিশন সূত্রের তথ্য বলছে, অন্তত ৩৬টি শহুরে কেন্দ্রে এখনও প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। নির্দিষ্ট ঠিকানায় তিন দফা গিয়ে তল্লাশি চালিয়েও বুথ-স্তরের কর্মীরা তাঁদের সন্ধান পাননি।

এই পরিস্থিতি ঘিরেই ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সকল জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) এবং নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকদের (ইআরও) সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। কারণ স্পষ্ট; এই এলাকাগুলিতে ফর্ম বিতরণের হার আশঙ্কাজনকভাবে কম। নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে, হারিয়ে যাওয়া এই ভোটারদের তালিকায় কি ভুয়ো ভোটারের অস্তিত্ব লুকিয়ে আছে? জেলা প্রশাসনের তরফে তিনটি প্রধান কারণ তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলির জন্য ভোটাররা চিহ্নিত হচ্ছেন না।

প্রথমত, শহরের বহু বস্তি ও ঝুপড়ি গত কয়েক বছরে ভেঙে বহুতল নির্মাণ হয়েছে। পুরনো বাসিন্দারা অন্যত্র চলে গিয়ে থাকেন, আর নতুন ঠিকানা বিএলওদের কেউ জানাননি। ফলে ফর্ম পৌঁছনো সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শহরের ভাড়াবাসা-কেন্দ্রিক জনজীবনের পরিবর্তন। বহু মানুষ চাকরি, কাজ বা পারিবারিক কারণে হঠাৎই ভাড়া বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। বাড়ির মালিক বা আশপাশের মানুষই জানেন না তাঁদের বর্তমান অবস্থান। তিনবার গিয়েও বিএলওরা তাঁদের খুঁজে পাননি। ফলে ফর্ম বিতরণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এ ধরনের সমস্যার তালিকায় রয়েছে শিলিগুড়ি, আসানসোল, হাওড়া, উত্তর কলকাতা, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বেশ কিছু কেন্দ্র। সিইও দপ্তর

অনুযায়ী, আলিপুরদুয়ার অঞ্চলের কয়েকজন ভোটার অসমে পাড়ি দিয়েছেন। খড়গপুর রেল কোয়ার্টার থেকেও বহু ভোটার স্থানান্তরিত হয়েছেন; কেউ অবসর নেওয়ার পর, কেউ বা চাকরি বদলের কারণে।

বেশ কিছু বিধানসভায় ফর্ম জমা দেওয়ার হার ৭৫ শতাংশের নীচে নেমে যাওয়ায় কমিশন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পুনরায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের নির্দেশ দিয়েছে। সিইও জানিয়েছেন, বিএলওদের তাদের অ্যাপে স্পষ্ট করে নোট করতে হবে যে নির্দিষ্ট ভোটারদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফর্ম সংগ্রহ সম্পূর্ণ হলে খসড়া তালিকায় কারা বাদ গেছেন তা প্রকাশ্যে আসবে।

যাঁদের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়বে, তাঁদের উদ্দেশে কমিশনের বার্তা; ইচ্ছা থাকলে তাঁরা ৮ জানুয়ারির মধ্যে ফর্ম ৬ জমা দিয়ে পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারবেন। এই ধাপে বাদ পড়া নামের সংখ্যা কত দাঁড়ায়, এখন সেই দিকেই তাকিয়ে প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহল।

রামমোহন রায়কে নিয়ে অসম্মানজনক মন্তব্য, প্রতিবাদ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কে জড়ালেন মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার। একটি অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন, রামমোহন রায় নাকি ব্রিটিশদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ধর্মান্তরণে ভূমিকা রেখেছিলেন। এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, বাংলার যেসব মহান মনীষী সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি অযথা উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে বলা হয়েছে, রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত করেছিলেন এবং নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন; তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা অসম্মানজনক। এর আগে কর্ণাটকের প্রাক্তন বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্বেশ্বর হেগড়ে এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঘিরে মন্তব্য করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন। এই পরপর মন্তব্যে বাংলা ও কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে উত্তাপ বেড়েছে। পরে মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার তাঁর উক্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে জানান, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা, কাউকে অসম্মান করা নয়। তিনি বলেন, তাঁর বক্তব্য কেউ ভুলভাবে গ্রহণ করায় তিনি অনুতপ্ত এবং ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে আরও সতর্ক থাকবেন। বিশ্লেষকদের মত, এই ধরনের মন্তব্য রাজ্যের নতুন মাত্রা যোগ করছে এবং কেন্দ্র-বাংলা সম্পর্কের নানা পারস্পরিক সংবেদনশীলতা প্রকাশ করছে।

গণদেবতার দরবারে ফিরছেন পার্থ, জনতার অভাব-অভিযোগ শুনতে বসালেন 'জনবাক্স'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিন বছরেরও বেশি সময় কারাবাস থেকে শেষে জামিনে মুক্ত হয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ফিরেছেন নিজের পুরনো রাজনৈতিক ক্ষেত্র বেহালা পশ্চিমে। তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে অনেকটাই, ফলে তিনি সবার জন্য খোলা একটি নতুন বেয়ারের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে সাধারণ মানুষ মন খুলে তাঁদের অভিমত ও অভিযোগ জানাতে পারবেন। এই 'জনবাক্স'-এর সূচনা হয়েছে সেই অফিসের সামনে, যেখানে একসময় পার্থ চট্টোপাধ্যায় সক্রিয় ছিলেন। তাঁর গ্রেপ্তারির পর দীর্ঘদিন সেখানে তালা পড়ে ছিল। এবার নতুনভাবে রাজনৈতিক সংযোগ তৈরির আয়োজন চলছে, অনুগামীরা বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে লিফলেট বিলি করছেন। যেখানে পার্থ চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট জানালেন, চাকরির বিনিময়ে কখনও কারও থেকে অর্থ গ্রহণ করিনি। কেউ যদি কোনোভাবে আমার নাম ব্যবহার করে টাকা সংগ্রহ করে থাকে, আমাকে জানাবেন, আমি যথাযথ ব্যবস্থা নেব। তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে এখনও পাকাপাকি প্রমাণ নেই। জনবাক্সে মানুষ সরাসরি অভিযোগ জমা দিলে

তিনি বিষয়টি যাচাই করবেন। আদালতে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার বিচার চলমান, জামিন পেলেও তিনি সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত কিনা তা এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে তৃণমূল তাঁর থেকে সরে দাঁড়িয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দলের সহানুভূতি না থাকলেও তিনি 'জনতার দরবার'-এ আস্থা রাখছেন। শুক্রবার জনসংযোগ শুরু করার সম্ভাবনা থাকলেও তা হয়নি। শোনা যাচ্ছে, রবিবার পুরনো কার্যালয়ের পাশে জনবাক্স স্থাপন করে সরাসরি অভিযোগ শোনার ব্যবস্থা করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্ব এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে চায়নি, বরং নীরবতা পালন করেছে। পার্থ ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানাচ্ছে, এই মুহূর্তে ম্যান্টনের জনবাক্সে জমা পড়া মন্তব্য বা অভিযোগ বিধায়কের চূড়ান্ত নজরে পৌঁছে দেওয়া হবে। এলাকার মানুষের প্রতিক্রিয়া মিশ্র, কেউ কিছু বলতেও চাইছেন না। আবার অনেকের মতে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নতুন কৌশল হতে পারে। তবে জনবাক্সে অভিযোগ আসবে কি না, সেটাই দেখার বিষয়। বেহালা পশ্চিমের জনতার সঙ্গে ফের সংযোগ স্থাপনে পুরোপুরি মনোযোগী হচ্ছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন পর মুক্তি পেয়ে তিনি যে সক্রিয়ভাবে এলাকায় নিজের অবস্থান নতুনভাবে গড়ে তুলতে ইচ্ছুক, তা স্পষ্ট। এবার দেখার, জনবাক্সের মাধ্যমে জনমতের আলোকেই কি নতুন পথ খুঁজে পাবেন পার্থ?

আজ থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বাংলায় ফিরছে গরম ও আর্দ্রতার অস্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েকদিনের হালকা শিরশিরে ঠান্ডা অনেককেই আগাম শীতের ইঙ্গিত দিয়েছিল। কার্তিক মাসেই শীতের হাওয়া বইবে; এই আশা করা মানুষজনের জন্য আজ সোমবার একটি হতাশার বার্তা দিল আবহাওয়া দপ্তর। পূর্বাভাস বলছে, আজ থেকে আগামী দু'-তিন দিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা টানা উপরে উঠবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পও বাড়বে, ফলে অস্বস্তি আরও প্রকট হবে।

আজকের আকাশ বেশিরভাগ সময়ে পরিষ্কার থাকবে। ভোরে দৃষ্টিসীমা কমিয়ে দেবে ঘন কুয়াশা। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘুরবে, আর রাতের তাপমাত্রা থাকতে পারে প্রায় ১৮ ডিগ্রি।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিম দিকের শুষ্ক হাওয়ার প্রভাব দ্রুত কমছে। তার জায়গায় বঙ্গোপসাগর থেকে আর্দ্র ও হালকা উষ্ণ পূবালি হাওয়া ঢুকছে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি একটি ঘূর্ণাবর্ত শ্রীলঙ্কার উপকূলজুড়ে সক্রিয়। দক্ষিণ বাংলাদেশ এবং আশপাশের এলাকায় আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। এই দুই সিস্টেমের প্রভাবে আগামী দিনে বাড়বে তাপমাত্রা এবং জলীয় বাষ্প।

আজ সকালেই উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় কুয়াশা ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য জেলা, উপকূলাঞ্চল এবং নদীমাতৃক এলাকাগুলিতে কুয়াশার ঘনত্ব বেশি থাকবে বলে পূর্বাভাস। কিছু জায়গায় সোমবার আকাশ আংশিক মেঘলা হতে পারে।

যদিও আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা বাড়বে, আবহবিদরা বলছেন; সপ্তাহের শেষে ফের একদফা ঠান্ডা হাওয়া বইবে বলে আশা করা যাচ্ছে। হাওয়া অফিসের মতে, এই ওঠানামাই শীতের আগমনপথ তৈরি করে। এ বছর উত্তর ভারতে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়তে পারে। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর-ডিসেম্বরের মধ্যে একাধিক নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় শীতের সময়ে বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রবিবার কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.০২ ডিগ্রি সেলসিয়াস; স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ২.৪ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.০৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় ২ ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক ৯২ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৪৮ শতাংশ ছিল। আজ থেকে তাপমাত্রার ঘুরে দাঁড়ানোয় কয়েক দিনের ঠান্ডা হাওয়া বিরতি নিলেও, নতুন সপ্তাহের শেষ দিকে ফের নামবে পারদ; আশা আবহবিদদের।

আজ কার্তিক পুজো, প্রতিমা কিনে বাড়ির পথে ক্রেতা। কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

তৃণমূলের পোকামাকড়দের ঝেঁটিয়ে বিদায় করার ডাক অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিহারে এনডিএ-র বিপুল জয়ের নেপথ্যে এসআইআর। সেই এসআইআরের সমর্থনে রবিবার বিকেলে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তরফে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালিশহর চৌমাথা মোড় থেকে স্টেশন রোড ধরে বলদেঘাটা মোড় পর্যন্ত বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত মিছিলে পা মিলিয়ে তৃণমূলের পোকামাকড়দের ঝেঁটিয়ে বিদায় করার ডাক দিলেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, তৃণমূলের পোকামাকড় অর্থাৎ লোহা, কয়লা, বালি, মাটি চোরদের এবার ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। সেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করার কাজ শুরু হল বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। প্রসঙ্গত, মিছিল শুরুর আগে থেকে তৃণমূলের লোকজন জমায়েত হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ বলেন, সুবোধ অধিকারীর ক্ষমতা নেই তাদের মিছিল বানচাল করার। স্থানীয় বিধায়ককে নিশানা করে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, এখানকার বিধায়কের বাবা চুল্লু বেচতেন, সাট্টা লিখতেন, লোহাচুরি করতেন। সেটাই শিখেছে ওনার পুত্র। তাঁর দাবি, এঁরা রাজনীতির লোক নন। মমতা ব্যানার্জি ওকে রাজনীতির লোক বানিয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যপালকে বেনজির আক্রমণ

করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের নেতা বলেন, রাজ্যপালের উচিত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা। যাতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হয়। উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআইকে চার্জশিট দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে লোকপাল। এই বিষয়ে কটাক্ষের ছলে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, সদ্য উনি বিয়ে করেছেন। একটু অপেক্ষা করুন, উনিও নিশ্চয় জেলে যাবেন। মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, বিহারে বিপুল জয় এবং এসআইআর প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়ে এদিন মিছিল করা হল। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের অনুমতি নিয়ে মিছিল করে সত্ত্বেও, তৃণমূল মাইক বাজিয়েছে। আর পুলিশ ছিল ঠুঁটো জগন্নাথ। এদিন মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং, বীজপুরের যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, দলের চিকিৎসক সেলের চন্দ্রমণি শুক্লা, প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা, সন্তোষ রায় প্রমুখ।

মহেশপুরে শীতে বোনা উষ্ণতার গল্প, গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বালাপোশ তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে

রাজীব মুখোপাধ্যায়

রাজ্যের রাজনীতির আকাশে যখন এসআইআর কেন্দ্রিক উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক সেই সময় হাওড়ার মহেশপুর কলোনিতে শীতের আগমনী স্নিগ্ধতা যেন অন্য এক পৃথিবী সাজিয়ে তোলে। নভেম্বরের কুয়াশা নামতেই এখানে শুরু হয় পুরনো দিনের মতোই শীতের প্রস্তুতি; সুঁই-সুতো, তুলোর গন্ধ, আর উঠোনজুড়ে মহিলাদের মৃদু কথোপকথনে এক অন্যরকম উষ্ণ পরিবেশ।

শীত এখানে শুধু ঋতু নয়, স্মৃতিরও বাহন। সকালের ঠান্ডায় দুধ-চায়ের ধোঁয়া, ঘরের কোণে পুরনো বালাপোষ বের করার নরম শব্দ, আর ছোটবেলার সেই অনুভূতি; কনকনে ভোরে বিছানায় গুঁটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা। মহেশপুরের মহিলাদের হাতের তৈরি বালাপোশে আজও সেই স্মৃতি যেন লুকিয়ে থাকে।

এই গ্রামের মহিলারা সারাবছর সংসার আর বিড়ি বাঁধার কাজ করেন। কিন্তু শীত পড়তেই তাঁদের জীবনে আসে বিশেষ ব্যস্ততা। কারণ শীতের কয়েকটি মাসই তাঁদের হাতে আসে নিজের রোজগারের সোনালি

সুযোগ। গ্রামের এক ব্যবসায়ী প্রতিবছর এই মহিলাদের দিয়ে বালাপোশ বানান। একেকটি বালাপোশ তৈরি করতে তাঁদের মেলে একশো টাকা। সংসারের চাপ সামলে তাঁরা দিনে অন্তত একটি করে বালাপোশ বানাতে পারেন। একজন গৃহবধূর কথায়, নিত্যদিনের খরচে স্বামীই তো ভরসা। শীত এলে মনে হয়, আমিও সংসারের পাশে একটু থাকলাম। নিজের হাতে রোজকার কিছু টাকা আসার আনন্দই আলাদা।

আগে শীত মানেই ছিল মোটা লেপ, ধুলো-মাখা তুলোর গদি আর পুরনো উলের চাদর। আজ তার জায়গা নিয়েছে তুলো আর পুরনো শাড়ির স্তরে তৈরি দুর্দান্ত উষ্ণ বালাপোশ; হালকা, সস্তা, কিন্তু উষ্ণতায় ভরপুর। অনেকটা সেই রোদের দুপুরে মশারির ওপরে শুকোতে দেওয়া চাদরের মতো গন্ধ মেশানো উষ্ণতা। তাই শহর, গ্রাম সব জায়গায় এর চাহিদা এখন তুঙ্গে। এ বছর শীত আসতে একটু দেরি হলেও কাজের বিকেল দেরি হয়নি। প্রতিটি উঠোন যেন গল্পের দেশের মতো; মহিলারা আধবসা রোদে চাদর পেতে বসেছেন, সামনে তুলোর স্তূপ, পাশে কাঁচির ক্ষীণ শব্দ। হাসি-আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে বালাপোশ তৈরি হয়, যেন কাপড় নয়, তাঁদের মনের উষ্ণতা বোনা হচ্ছে।

দু-তিন মাস এই ব্যস্ততা থাকে। তারপর আবার তাঁরা ফিরে যান আগের কাজকর্মে। কিন্তু শীতের এই সময়টা তাঁদের কাছে আলাদা; যেন ঠান্ডা হাওয়া এলেই জীবনের এক কোণে নরম আলো জ্বলে ওঠে। ভোরবেলা ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে দূর থেকে যখন সেলাই মেশিনের রিদম ভেসে আসে, তখন বোঝা যায়; মহেশপুরে শীত সত্যিই এসে গেছে। আর শীত এলেই এখানকার মহিলাদের হাতেই শুরু হয় উষ্ণতার গল্প; তুলো, কাপড় আর অন্তরের শক্তিতে বোনা ছোট ছোট স্বপ্নের গল্প।

সম্পাদকীয়

বিহারে কংগ্রেস-সহ মহাগঠবন্ধনের এই ভরাডুবি প্রত্যাশিত ছিল

মসনদে থাকা এনডিএ ঝড়ে আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাগঠবন্ধন উড়ে গিয়েছে। এত বড় বিপর্যয় ঘটবে, সেটা বোধহয় তারাও ভাবেননি। কিন্তু কেন বিহারে কংগ্রেস এবং মহাগঠবন্ধনের এই ভরাডুবি হল? কংগ্রসের কী মনে হয়েছিল যে বিহারের পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে? না, নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের একাধিক নেতা বরং উল্টোটাই টের পেয়েছিলেন। কিন্তু তারা এটা বোঝেননি যে এত বড় বিপর্যয় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, স্বভাবতই এই ফলাফলে দিল্লির কংগ্রেস হতবাক। কিন্তু কংগ্রেসের অনেক নেতাই বুঝতে পারছিলেন, সামাজিক ন্যায়ের রাজনীতি থেকে শুরু করে ভোট চুরির প্রচার ভোট ময়দানে সাড়া ফেলছে না। উচ্চবর্ণের ভোটব্যাঙ্ক পুরোপুরি সরে গিয়েছে। এমনকি পিছিয়ে পড়া কিংবা অতি-পিছিয়ে পড়া শ্রেণিও শেষ পর্যন্ত নীতীশ কুমারকে ভোট দিয়েছে। রাহুল গান্ধি এসআইআর নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর ভোট চুরির প্রচার ভোটের ময়দানে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ। কংগ্রেস নেতারা কী শুরু থেকে সেটা বোঝেননি না কি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কর্ণপাত করেনি। এনডিএ ছেড়ে আসা আসা একাধিক দলত্যাগীকে মহাগঠবন্ধনের টিকিট দেওয়াতেও চরম ক্ষতি হয়েছে। যারা দু'দিন আগে পর্যন্ত এনডিএ নেতাদের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছে তাদের টিকিট দেওয়া কী ঠিক? আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের ২০২০ সালের তুলনায় ২০২৫-এ যাদব প্রার্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত বিরাট ভুল। বিহারে জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ যাদব। সেই সম্প্রদায়ের ভোটব্যাঙ্ককে সংহত করতে তেজস্বী যাদব সম্প্রদায়ের বাইরের ভোটারদের বিরাগভাজন হন। আরজেডি যাদবদের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় উচ্চবর্ণ এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ভোটাররা মহাগঠবন্ধন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। কংগ্রেস ও আরজেডি মুসলিম-যাদব ভোটব্যাঙ্ককে বাড়াতে চাইলেও নীতীশের মহিলা ও যুব সমীকরণ বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনার প্রথম কিস্তি ১.২১ কোটি মহিলাকে দেওয়া কার্যকর হয়েছে। মহাগঠবন্ধনে রাহুল, তেজস্বীর মধ্যে যথেষ্ট দূরত্বও বিরাট ক্ষতি করেছে। তাঁদের মধ্যে আদৌ কী কোনও সম্মিলিত কৌশল ছিল?

আজকের দিন

■ **১৫২৫** — সিন্ধু প্রদেশের মধ্য দিয়ে মোগল সম্রাট বাবর ভারতে তার পঞ্চম অভিযান পরিচালনা করে ভারত বিজয় করেন।
■ **১৫৫৮** — প্রথম এলিজাবেথ ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন।
■ **১৭৯৬** — নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ানদের পরাজিত করেন।

■ **১৮৭০** — ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর ঐক্যবদ্ধ জার্মানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।
■ **১৯৩৩** — মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেয়।
■ **১৯৭০** — বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

■ **১৯৯৯** — ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

জেমিনি গণেশন

১৯২০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জেমিনি গণেশনের জন্মদিন।
১৯৭৩ বিশিষ্ট ফুটবলার দুলাল বিশ্বাসের জন্মদিন।
১৯৮২ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ইউসুফ পাঠানের জন্মদিন।

সন্ত্রাসবাদীরা কোনও সময়ই কারও চোখের জলের তোয়াক্কা করে না

নির্মল বিশ্বাস

'নাশকতা' ও 'সন্ত্রাসবাদ' এই শব্দদুটি আজ আন্তর্জাতিক শব্দ। যা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে। ভারতের কোনও জনপদই আজ নিরাপদ নয়। ভারতে সন্ত্রাসবাদের ঠিকানা আজ দিল্লি, মুম্বাই, চিরাচরিত কাশ্মীর কেন্দ্রীক নয়। এই তালিকায় রয়েছে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের যে কোনও বড় শহর। নাশকতা বা সন্ত্রাসবাদের কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নাশকতা ও সন্ত্রাসবাদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের দেশে ভাষাভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদকে কেন্দ্র করেই নাশকতা বা সন্ত্রাসবাদের জন্ম। পূর্ব ভারতে সন্ত্রাসবাদ বা চরমপন্থাকে স্বাধীনতার সংগ্রামকে মর্যদা দেওয়া হলেও এখন নাশকতা বা সন্ত্রাসবাদ কেবলই এক নীতিহীন গণবিধ্বসী কাজের নামান্তর। সুস্থ সবল যে কোনও শরীর যে কোনও মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে গোপন গোরিলা হামলা, গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখা বোমা বা মানববোমা বিস্ফোরণে।

সম্প্রতি দিল্লিতে লালকেল্লার অদূরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় গোটা দেশ এখন তোলপাড়। কয়েক মাস আগে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই খোদ রাজধানীতে বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বেগ ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। এই আবহে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতেও যেকোন সময়ে নাশকতা চালাতে পারে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

অতীতের বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে অভিজ্ঞ গোয়েন্দাদের ধারণা বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর সেখানকার জেল থেকে পালানো কুখ্যাত ১৭০ থেকে ১৭৮ জন জঙ্গি সীমান্ত পাহারা দেওয়া বিএসএফ বাহিনীর চোখের আড়ালে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়েছে। তাদের একাংশ জাল পাসপোর্ট ভিসা বানিয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। বাকিদের এখনও কোনও হদিশ নেই। কোথাও হয়তো এরা আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

ভারতের প্রতিটি বিস্ফোরণের পর সন্ত্রাসবাদীরা বুক ফুলিয়ে দেখিয়েছি তাদের বীরত্ব। কোনও কোনও নিষিদ্ধ আতঙ্কবাদী সংগঠন আবার নিজেদের দায় স্বীকার করে নেয়। সন্ত্রাসবাদীরা বার বার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ কত দুর্বল।

একটা বিস্ফোরণ অথবা নাশকতা ঘটে যাবার পর ধরপাকড় শুরু হয়। কিছুদিন পর পুলিশ প্রশাসন সন্ধান পায় কোনও না কোনও সূত্রের।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বিস্ফোরণের আগে কিছুতেই সন্ত্রাসবাদীদের হদিশ পাওয়া যায় না।

গোয়েন্দা বাহিনী বা পুলিশ কেউই তা পান না।

সারা বিশ্বে জঙ্গিদের সন্ত্রাস, খুন, হত্যা ও রক্তপাত অবিরাম ঘটে চলেছে। ২০০১ সালে পার্লামেন্ট ভবন আক্রমণের পর আত্মঘাতী বাহিনী হামলা দিল্লিতে হয়নি, হয়েছে গাড়িতে বিস্ফোরণ এবং রাজধানী দিল্লিতে। এই মোডাস অপারেন্ডির সঙ্গে ফিরে আসছে হিজাবুল মুজাহিদিনের অতীত কর্মকান্ড। ২০০৫ সালের দীপাবলির আগের আগের রাতে পাহারগঞ্জ, লাজপত নগর, গোবিন্দপুরীর বিস্ফোরণে ২১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল গাড়িতে ও বাসে। এরপর ২০০৬ সালের ১১ জুলাই মুম্বাই নগরী ও কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গিরা বর্বোরোচিত আক্রমণ ও পর পর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ৩৫০ জন নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়ে গোটা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এরপর মুম্বাইয়ে মুম্বাই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবারও জঙ্গিগোষ্ঠী প্রমাণ করলো যে সন্ত্রাস দমনে আমরা একেবারেই ব্যর্থ। কাশ্মীর উপত্যকায় ও মুম্বাই নগরীতে গত কয়েক বছর ধরেই বার বার বোমা বিস্ফোরণ, জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার। এটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এ ঘটনার আগে ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বাই শহরে অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর ১৩টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ২৫৭ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। আহত হয়েছিল সেদিনের ঘটনায় ১৪০০ জন সাধারণ মানুষ। সেদিনের সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে অনেকগুলি ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

২০১১ সালে দিল্লি হাইকোর্টে রিসেপশনে রাখা হয় আরডিএক্স। এখানে বিস্ফোরণে ৫ জনের মৃত্যু হয়। পুনরায় একই সূত্রে লালকেল্লার নাশকতার ইঙ্গিত মনে করিয়ে দিচ্ছে লস্করের অতীত হামলাও। ২০০০ সালে এই লালকেল্লার মধ্যে চলেছিল গুলি। হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশনের ওই আই টুয়েন্টি গাড়ির মালিক সলমনকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার দাবি সে নাকি গাড়ি আগেই বিক্রি করে দিয়েছিল। তাতে অবশ্য রেহাই মেলেনি। কারণ একটা জঙ্গি যোগের আশঙ্কা। না হলে ঘটনাস্থলে দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি তড়িঘড়ি এনআইএ, এনএসজি, এটিএস এবং ফরেনসিকের স্পেশাল টিম সেখানে পৌঁছে যেত না। এই হরিয়ানার সীমান্তবর্তী ফরিদাবাদ থেকেই ঘটনার দিন সকলে পাওয়া গিয়েছে বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ। গ্রেফতার হয়েছে তিনজন ডাক্তার ওএকজন ডাক্তার পলাতক। তারা সামাজিক কাজের আড়ালে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এ ঘটনার আগে দিল্লি ও মুম্বাইয়ের বোমা বিস্ফোরণে কারা জড়িত ছিল পুরোপুরি হদিশ আজও পাওয়া যায়নি। ক্রমেই এই সন্ত্রাসবাদীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী এদের খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী দমনে কেন্দ্রীয় সরকার ও গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতার কথা স্বীকার না করলেও এটা যে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড়ই বিপদ।

২০১১ সালে দিল্লি হাইকোর্টে রিসেপশনে রাখা হয় আরডিএক্স। এখানে বিস্ফোরণে ৫ জনের মৃত্যু হয়। পুনরায় একই সূত্রে লালকেল্লার নাশকতার ইঙ্গিত মনে করিয়ে দিচ্ছে লস্করের অতীত হামলাও। ২০০০ সালে এই লালকেল্লার মধ্যে চলেছিল গুলি। হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশনের

ওই আই টুয়েন্টি গাড়ির মালিক সলমনকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার দাবি সে নাকি গাড়ি আগেই বিক্রি করে দিয়েছিল। তাতে অবশ্য রেহাই মেলেনি। কারণ একটা জঙ্গি যোগের আশঙ্কা। না হলে ঘটনাস্থলে দিল্লি পুলিশের পাশাপাশি তড়িঘড়ি এনআইএ, এনএসজি, এটিএস এবং ফরেনসিকের স্পেশাল টিম সেখানে পৌঁছে যেত না। এই হরিয়ানার সীমান্তবর্তী ফরিদাবাদ থেকেই ঘটনার দিন সকলে পাওয়া গিয়েছে বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ। গ্রেফতার হয়েছে তিনজন ডাক্তার ওএকজন ডাক্তার পলাতক। তারা সামাজিক কাজের আড়ালে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

এ ঘটনার আগে দিল্লি ও মুম্বাইয়ের বোমা বিস্ফোরণে কারা জড়িত ছিল পুরোপুরি হদিশ আজও পাওয়া যায়নি। ক্রমেই এই সন্ত্রাসবাদীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী এদের খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী দমনে কেন্দ্রীয় সরকার ও গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতার কথা স্বীকার না করলেও এটা যে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড়ই বিপদ।

মুম্বাই, গুজরাত, বেঙ্গালুরু, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, অসমের পর আবার মুম্বাই তাজ হোটেল। তারপর দু'বার মুম্বাই শহরে যেভাবে সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ চালিয়েছে তা এক কথায় নজিরবিহীন। শুধু তাই নয়, মুম্বাইওয়ালারা হয়তো ইতিমধ্যে অনেক ছবিতৈরির মালমশলা পেয়ে গিয়ে থাকবেন। সেসব ভিন্ন কথা। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে মোট এগারো বার জঙ্গি আক্রমণ সংঘঠিত হয়েছে। কেবল মুম্বাই নয়, সারা ভারত আজ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। ২৬/১১ মতো ঘটনা, যে কোনও দিন যে কোনও সময় ও যে কোনও স্থানে ঘটে যেতে পারে। মৃত্যুর মিছিল গুনতে গুনতে আমাদের অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। আর নয়।

ভাঙনের মুখে গড়িয়ে পড়তে পড়তে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবার সময় এসেছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, প্রছন্ন ঘাতক যারা, তারা কখনও কারও চোখের জলের তোয়াক্কা করে না। সন্ত্রাসবাদীরা বার বার জঙ্গি হামলা চালিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদ কীভাবে রন্ধ্র খুঁজে নিচ্ছে। চোড়া স্রোতের মত কীভাবে বাড়াচ্ছে তার বিস্তার। মুম্বাই তাজ হোটেলে যে সন্ত্রাস চালিয়েছিল তাতে হাত ছিল আই এস আই -এর দৌলতে বাংলাদেশি রাজাকারদের সঙ্গে আলফার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

তবে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের মূল্যবোধ কখনই সঙ্কুচিত হয় না। হৃদয়ে কোনও বার্তা পৌঁছয় না।

অসম বিস্ফোরণের পেছনে খোদ আলফার হাত ছিল, কিন্তু দায় নিয়েছে আইএম বা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দাবি, এই বিস্ফোরণে আলফারা সরাসরি দায়ী না থাকলেও তাদের প্রছন্ন মদত ছিল। অর্থাৎ তলে তলে তারা এম আই-কে সাহায্য করেছে। এক সময় অসম থেকে বিদেশিদের, বিশেষ করে, সংখ্যালঘুদের তাড়ানোর দাবি তুলে আলফার জন্ম হয়েছিল। আলফাদের ঠেকানোর জন্য সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় তৈরি হয়েছিল এক সংগঠন। এই সংগঠনের নাম 'ইন্ডয়ান মুজাহিদিন'। কিন্তু পরবর্তীকালে আলফারা তাদের সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ভুলে তেলে জলে মিশে গিয়ে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীদের সন্ত্রাস ঘটাতে সাহায্য করছে।

প্রতিবারই বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়ার পর প্রশ্ন তোলা হয় ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতা নিয়ে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও। যে কোনও সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গি হামলার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করতে কখনই সময় ব্যয় হয় না। সময় নেন না প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবীও। মুম্বাই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করা হয়েছে ইন্ডিয়ান মুজাহাদিনকে।

যদি মুজাহাদিন এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তাহলে বলতেই হয় আজকের সন্ত্রাসবাদীদের বা মৌলবাদীদের নিজস্ব কোনও আদর্শ নেই। তাদের একটাই লক্ষ্য দেশের স্থিতিশীল অবস্থাকে তছনছ করা। সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা। একথা বললে ভুল হবে না, সন্ত্রাসের কাছে ভারতের প্রশাসন, ভারতের মানুষ এক কথায় নিরুপায়।

পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলি যখন সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না, তখন পুরোপুরি সন্ত্রাস দমন করা ভারতের কাছে কিছুটা হলেও কঠিন কাজ। সন্ত্রাসবাদ এমন একটা 'বাদ', যেখানে কিছু মানুষ তাদের অন্যায় আবদার মেনে নেওয়ার জন্য এবং সরকারকে জব্দ করবার জন্য সাধারণ নিরাপরাধ মানুষের জীবন ও জাতীয় সম্পত্তিকে প্রধান লক্ষ্যবস্তু করে নেয়। সর্বদা আমাদের মনে রাখতে হবে,

নিজের দলের লোক মরলে সন্ত্রাস করা, আর ওদের দলের লোক মরলে উল্লাস করা। এই রাজনীতি দিয়ে আর যাই হোক গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। দেশে শান্তিও আসে না। আমাদের সব রাজনৈতিক দলের এই নিন্দায় সহমত তৈরি করতে হবে। সেটাই হবে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের প্রতি আস্তাবান হওয়া। নির্মূল করতে হবে সন্ত্রাসবাদ নামক হানাহানি। আর উদাসীন না থেকে সভ্যতার স্বার্থে এই ভয়ঙ্কর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের চরম ঘৃণা করবার সময় এসে গিয়েছে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘রাজ্যপাল বিজেপির ক্রিমিনালদের রাজভবনে ঠাঁই দেওয়া বন্ধ করুক’, বিস্ফোরক কল্যাণ

সাংসদকে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ রাজভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ফের বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মন্তব্য করলেন রাজ্যপালকে নিয়ে। চুঁচুড়ার তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের একটি সভায় উপস্থিত হন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা শেষে বেরোনোর পথেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। আর তখন রাজভবন নিয়ে ‘কুরুচিকর’ মন্তব্য করতে শোনা যায় তাঁকে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাঁর আগে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বলেছেন, ‘বাংলায় ব্যালটে ভোট হওয়া উচিত, বুলেটে নয়।’

তাতেই চটেছেন কল্যাণ। রাজ্যপালের মন্তব্যকে আধার করে বিজেপির দিকে তোপ দেগেছেন তিনি। রাজভবনের দিকে আঙুল তুলে রাজ্যপালকে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। এদিন কল্যাণ বলেন, ‘রাজ্যপালকে আগে বলুন, যেন উনি বিজেপির ক্রিমিনালদের রাজভবনে ঠাঁই দেওয়া বন্ধ করেন। রাজভবনে বসে ক্রিমিনালদের ডাকছেন। সবার হাতে একটা বন্দুক দিচ্ছেন, বোমা দিচ্ছেন। দিয়ে বলছেন, তৃণমূলকে মেরে এসো। আগে এগুলো বন্ধ করতে হবে।’

কল্যাণের মন্তব্য ঘিরে চড়ছে পারদ। প্রমাণ করতে না পারলে সাংসদকে ক্ষমা চাইতে হবে বলেই জানিয়ে দিয়েছে রাজভবন। পক্ষান্তরে রাজ্যপাল। এদিন জারি হওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আগামীকাল ভোর ৫টা থেকে ১০০ জনের মধ্যে সীমিত সংখ্যক সাংসদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের এবং সাংবাদিকদের জন্য রাজভবন খুলে দেওয়া হবে। তাঁরা সরেজমিনে এসে দেখতে পারবেন, আদৌ কোনও অস্ত্র বা গোলাবারুদ রাখা রয়েছে কি-না। আর তারপর যদি কল্যাণের দাবি ভুয়ো প্রমাণিত হয়, তবে তাঁকে বাংলার মানুষের কাছে ‘ক্ষমা চাইতে’ হবে বলে জানিয়েছে রাজভবন।’ শুধু তাই নয়, এই মন্তব্যের জন্য আইনি জটিলতার মুখে পড়তে হতে পারে কল্যাণকে। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে স্পিকারের কাছে তদন্তের অনুরোধ জানানো হবে বলে জানিয়েছে রাজভবন।

রাজভবনের ভিতরে অস্ত্রের অভিযোগ কাঠগড়ায় টানছে রাজ্যপালের জন্য নিযুক্ত কলকাতা পুলিশের ‘জেড প্লাস’ নিরাপত্তাকেও, প্রশ্ন উঠছে রাজ্যপালের সিভি আনন্দ বোসের নিরাপত্তা নিয়ে। বিবৃতিতেও রাজভবন তুলে ধরেছে সেই প্রশ্নের কথাই। জানিয়েছে, ‘যদি সত্যিই অস্ত্র ভেতরে ঢোকে, তবে তা রাজভবনের বাসিন্দা ও ‘জেড প্লাস’ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত রাজ্যপালের জন্য গুরুতর হুমকি। তাই অবিলম্বে তদন্তের দাবি জানানো হচ্ছে।’ রাজভবনের নিরাপত্তা দপ্তর রাজ্যপালকে তদন্তের স্বার্থে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে দিতে আগ্রহী। কিন্তু রাজ্যপাল ‘রাজভবনেই থাকব, যাই ঘটুক না কেন’ বলেই দাবি তাঁর।

আউশগ্রামে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল সাংসদ অসিত মাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে জনতার ক্ষোভের মুখে পড়লেন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ অসিত মাল। রবিবার আউশগ্রাম-১ ব্লকের আলেফনগরে আয়োজিত একটি ফুটবল খেলার অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে বননবগ্রাম হাসপাতাল মোড়ে তাঁর গাড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা থামিয়ে দেন। অভিযোগ, পাঁচ বছরে সাংসদ তহবিল থেকে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নয়ন হয়নি, রাস্তাঘাট, জল বা টিউবওয়েল,কিছুই না।

ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, তৃণমূলের পতাকা হাতে থাকা কয়েকজন প্রথমে হাসিমুখে সাংসদকে স্বাগত জানান। সাংসদও গাড়ি থেকে নেমে হাতজোড় করে অভিবাদন জানান। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হয় ক্ষোভের সুর। একের পর এক বাসিন্দা অভিযোগ করতে থাকেন। ‘স্যার, আউশগ্রামের জন্য আপনি করেছেন কী? পাঁচ বছরে এলাকায় একটা টিউবওয়েল করলেন? রাস্তাঘাট কিছুই হয়নি।’ অসিত মাল শান্ত থাকার চেষ্টা করে বলেন, ‘এখানে এসব বলার জায়গা নয়।’ কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, তাঁকে আর কোথাও পাওয়া যায় না বলেই তাঁরা সরাসরি প্রশ্ন করতে এসেছেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকলে সাংসদ গাড়িতে উঠে চলে যান। তাঁর গাড়ির পিছনে দৌড়ে কিছু লোককে চিৎকার করতে দেখা যায়। ঘটনাটি দ্রুতই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ঘটনা নিয়ে সাংসদ অসিত মালকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ ছিল। আউশগ্রামের বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার বলেন, ‘আমি বিষয়টি জানি না। কোথায় খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাও আমার জানা নেই।’ স্থানীয় এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

মশাগ্রাম রেল স্টেশন এলাকায় অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত মশাগ্রাম রেলস্টেশন লাগোয়া টিকিট কাউন্টারের পাশে রেলের কাজে ব্যবহৃত দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা প্লাস্টিক পাইপে হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কী কারণে আগুন লাগে তার সঠিক কারণ কেউ জামাতে পারেনি। মশাগ্রাম স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের পাশে বেশ কিছু দোকান রয়েছে। আগুন লাগার ঘটনায় ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আগুন লাগার খবর পেয়ে উপস্থিত হয় দমকল বাহিনী এবং জামালপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। জানা যায়, বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে রেলের উদাসীনতাকে দায়ী করেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১ দেখুন)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫, আইটিআই মোড়, ঘোষ পাড়া, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২৩৫

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **০২/০৯/২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা / গ্যারান্টার- ১। মেসার্স শর্মা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা),** ঠিকানা - বি১৪/২৩৩, কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ। **২। শ্রী পরশু রাম শর্মা (স্বত্বাধিকারী),** ঠিকানা- - বি১৪/২৩৩, কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ। **৩। শ্রীমতী মঞ্জু শর্মা (জামিনদার),** ঠিকানা- বি১৪/২৩৩, কল্যাণী, জেলা নদীয়া, পিন - ৭৪১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ। **৪। শ্রী পরশু রাম শর্মা (বন্ধকদাতা),** ঠিকানা- বি১৪/২৩৩, কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১২৩৫ আমাদের কল্যাণী আই. ই. ব্রাঞ্চের সাথে -কে আহ্বান জানিয়ে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **৩৭,৬২,৯৯৩.০০ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শত তিরানব্বই টাকা মাত্র) **০২/০৯/২০২৫ অনুযায়ী** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত রুলস -এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৫ নভেম্বর, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৩৭,৬২,৯৯৩.০০ টাকা** (সাঁইত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শত তিরানব্বই টাকা মাত্র) **০২/০৯/২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

“আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এবং তদধীন প্রণীত বিধিগুলির বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা জামানতগুলির উপর আপনার মুক্তির অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।”

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা **শ্রী পরশু রাম শর্মা** পিতা- প্রয়াত ঈশ্বর **শর্মা -এর নামে আছে,** পরিমাপ প্রায় ৪.৫০ কাঠা কমবেশি। এটি ব্লক - বি, সাব-ব্লক ‘১৪’, প্লট নং ২৩৩, কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, থানা - কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত (১৯৯১ সালের ডিড নং ২৬৯৭ এবং পরবর্তী ২০/০৭/২০১২ তারিখের পার্টিশন চুক্তি এবং ০৬/০৩/২০১০ তারিখের হলফনামা দ্বারা ধারিত)। **চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে- শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্তের একতলা আবাসিক বাড়ি, প্লট নং বি-১৪/২৩২; দক্ষিণ দিকে- ৩০ ফুট চওড়া পৌর পাকা রাস্তা, পূর্ব দিকে- ৩০ ফুট চওড়া পৌর পাকা রাস্তা, পশ্চিম দিকে- শ্রী রাম দেব শর্মার দুই তলা আবাসিক ভবন, প্লট নং বি-১৪/২৩৩।

তারিখ: ১৫.১১.২০২৫
স্থান: কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) “যেখানে যেমন আছে”, “সেখানে যা আছে”, “সেখানে যা কিছু আছে” ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২০.১২.২০২৫
সময়: ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ

ক্র. নং ০১

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **প্রতীকী দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা “যেখানে যেমন আছে”, “যা যেমন আছে” এবং “সেখানে যা কিছু আছে”-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **২০.১২.২০২৫** তারিখে বকেয়া **৯৭.৮৫ লক্ষ টাকা (০৭.০৩.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এবং ০৮.০৩.২০২৫ থেকে কার্যকর পরবর্তী সুদ সহ)** পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **মেসার্স ইউনিভার্সাল ব্র্যান্ডিং,** ১৩/১, গোস্বামীপাড়া রোড, বালি, হাওড়া - ৭১১২০১। **অংশীদারগণ- ১) শ্রী অসীম মহাপাত্র,** পিতা-প্রদীপ মহাপাত্র, পোস্ট অফিস ও গ্রাম - বাঁকড়া, থানা - গোপীবল্লভপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৫০৬। **২) শ্রী প্রদীপ্ত দেব,** পিতা- প্রয়াত প্রদীপ দেব, গঙ্গানগর, মধ্যমগ্রাম, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১৩২। মৃত অংশীদার ও জামিনদার সোমনাথ গোস্বামী-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ- **৩) শ্রীমতী মানসী গোস্বামী,** ১৩/১, গোস্বামীপাড়া রোড, বালি, হাওড়া - ৭১১২০১। **৪) মিস্ ডালিয়া ভট্টাচার্য,** ১৩/১, গোস্বামীপাড়া রোড, বালি, হাওড়া , ৭১১২০১ এবং ৫) মিস্ সানা গোস্বামী, ১৩/১, গোস্বামীপাড়া রোড, বালি, হাওড়া - ৭১১২০১ -এর বকেয়া আছে।

সংরক্ষিত মূল্য হবে- **১২,২০,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা হবে- **১,২২,০০০.০০ টাকা,** বর্ধিত মূল্য হবে- **১০,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

১২ ছটাক ৩৪ বর্গফুট অর্থাৎ ৫৭৪ বর্গফুট পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার উপর পাকা ছাদ সহ দুটি তলা বিশিষ্ট ভবন সহ, যার পরিমাপ ৮০০ বর্গফুট (গ্রাউন্ড ফ্লোর ও প্রথম ফ্লোর প্রতি তলায় ৪০০ বর্গফুট করে)। এটি মৌজা - বালি-তে অবস্থিত, জে.এল. নং ১৪, এল.আর. দাগ নং ৩৩৭৫২, আর.এস. দাগ নং ১৩২২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৪০৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৬১৪-এর অধীনে। হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৫৩, হোল্ডিং নং ১৩/১, গোস্বামী পাড়া রোড, থানা বালি, জেলা - হাওড়া। **২০০৫ সালের ডিড নং আই-০৫০১০৭৩৭৬। সম্পত্তিটি শ্রী সোমনাথ গোস্বামী-এর নামে রয়েছে।**

সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তর দিকে- প্রবীর গোস্বামী-এর সাধারণ দেওয়াল; দক্ষিণ দিকে- দেব কুমার গোস্বামী-এর সাধারণ দেওয়াল; পূর্ব দিকে- প্রদ্যুত গোস্বামী-এর সম্পত্তি; পশ্চিম দিকে- ৫ ফুট চওড়া এবং ৭৮ ফুট লম্বা সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা ও প্রদীপ চক্রবর্তী-এর সম্পত্তি।

পরিদর্শনের তারিখ: ১২.১২.২০২৫ | **প্রতীকী দখল** | **যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ১৭.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রেজি. এ/ডি, ডাস্টি দ্বারা ব্যর্থতায় প্রকাশনার মাধ্যমে
রিকভারি অফিসারের কার্যালয় - ১/২
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেভক রোড,
শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ৫৩, দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩, -এর সাথে পঠিত অধীনে বিক্রয় ঘোষণা নিষ্পত্তির জন্য নোটিশ।

আরসি/৮৮/২০২৩ — ০৭/১১/২০২৫

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
উষা রাণী ঘটক এবং অন্যান্য

প্রতি,
১। শ্রী উত্তম কুমার ঘটক (বর্তমানে প্রয়াত)। পিতা -প্রয়াত ভবানী প্রসাদ ঘটক, ৮২, পিলখানা রোড। পোস্ট অফিস ও থানা - বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। তাঁর স্থলাভিষিক্ত তাঁর মাতা ও কন্যা।
১(ক) শ্রীমতী উষা রাণী ঘটক, প্রয়াত উত্তম কুমার ঘটকের মাতা, ৮২, পিলখানা রোড, রাণী বাগান, পোস্ট অফিস ও থানা - বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১০১-এর বাসিন্দা।
১(খ) উদিতা ঘটক, প্রয়াত উত্তম কুমার ঘটকের কন্যা, ৮২, পিলখানা রোড, রাণী বাগান, আনন্দ এনক্লেভ এ/২, পোস্ট অফিস ও থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১০১-এর বাসিন্দা।
২। শ্রীমতী নিবেদিতা ঘটক, স্বামী- শ্রী উত্তম ঘটক, ৮২, পিলখানা রোড, পোস্ট অফিস ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২১০১ -এর বাসিন্দা।

যেহেতু ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ির প্রিসাইডিং অফিসার আপনাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন **টিএ/৮২৭/২০১৭** -এ **০৬/০১/২০২৩** তারিখের রিকভারি সার্টিফিকেট জারি দ্বারা, আবেদনকারী ব্যাঙ্ক(গুলি) / আর্থিক প্রতিষ্ঠান(গুলির) (আবেদনকারীর নাম) কাছে **৫৮০০৬৭৩ টাকা (আটান্ন লক্ষ ছয় শত তিয়াত্তর টাকা মাত্র)** এবং **১৬/০৫/২০১১** তারিখ থেকে কার্যকর সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত **১২.৭৫% হারে অতিরিক্ত ও ভবিষ্যতের সুদ** এবং **৬১,০০০ টাকা (একষট্টি হাজার টাকা মাত্র)** খরচ পরিশোধ করার জন্য, এবং যেহেতু উক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়নি, তাই নিম্ন স্বাক্ষরকারী নিম্নবর্ণিত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির নির্দেশ দিয়েছেন।

২। এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, **২৬/১১/২০২৫** তারিখ **সকাল ১০.৩০** মিনিট বিক্রয় ঘোষণা তৈরি এবং এর শর্তাবলী নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত হয়েছে। উক্ত সম্পত্তি বা তার কোনো অংশের উপর যুক্ত কোনো দায়ভার, চার্জ, দাবি বা দায়বদ্ধতা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নজরে আনার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পত্তির বিবরণ:
বন্ধকীকৃত সম্পত্তিগুলি হল- (ক) কমবেশি ০.২৫ একর পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সাথে তিন তলা ভবনের সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ফ্লোর এবং ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গ্যারেজ অন্তর্ভুক্ত, এবং এর সাথে নীচের জমির অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সহ সিঁড়ি এবং সাধারণ অংশগুলি ব্যবহারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। এটি মৌজা গড় বহরমপুর-এ অবস্থিত, দাগ নং ৭৮০/২২৬৪, খতিয়ান নং ৪৯৭, জে.এল. নং ৯১, থানা বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ -এর মধ্যে অবস্থিত। (খ) কমবেশি ০.০৪ একর পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার উপর জীর্ণ দুই তলা ভবন দাঁড়িয়ে আছে। এটি হোল্ডিং নং ৭৫, পিলখানা রোড, মৌজা গড় বহরমপুর-এর অংশ, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭১/২২৩২, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৯৬ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১৬৮৮, জে.এল. নং ৯১, তৌজি নং ৩২৭২, থানা বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ-এর মধ্যে অবস্থিত। (গ) কমবেশি ০.০৫ একর পরিমাপের জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল,যার উপর জীর্ণ দুই তলা ভবন দাঁড়িয়ে আছে। এটি হোল্ডিং নং ৭৬, পিলখানা রোড, মৌজা গড় বহরমপুর-এর অংশ, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭১/২২৩৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৯৬ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২৮১৭, জে.এল. নং ৯১, তৌজি নং ৩২৭২, থানা বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ-এর মধ্যে অবস্থিত, যা মূল আবেদনপত্রে বর্ণিত।

রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রক,
শিলিগুড়ি-১

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি খড়্গপুর (৬৪১৭৫)
পোঃঅঃ - ইন্দা, খড়্গপুর-৭২১৩০৫,
sbi.64175@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং- ৪০৪৩৭৬১১৩৭০ (এইচবিএল) এবং ৪০৪৩৭৬৫১২২২ (সুরক্ষা)

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০২.০৯.২০২৫ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রী রাহুল কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত দিলীপ কুমার ঘোষ, ঠিকানা- নিউ গয়েশপুর, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ এবং দেবলিনা ঘোষ বসাক, পিতা- জয়ন্ত বসাক, ঠিকানা- বাঁশবাড়ি (বসাক পাড়া), পোস্ট অফিস- ইংলিশ বাজার, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ**-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **২৭,৭৮,৯৫৯.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার নয়শত ঊনষাট টাকা মাত্র) ০২.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** এবং সেইসঙ্গে ভবিষ্যত আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৪ নভেম্বর, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **২৭,৭৮,৯৫৯.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার নয়শত ঊনষাট টাকা মাত্র) ০২.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, ব্যয়, খরচ ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

‘ইম্পেরিয়াল হাইটস’-এ অবস্থিত ব্লক-এ, ৫ম ফ্লোরের **ফ্ল্যাট নং ৫০৯** এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার মধ্যে ২টি বেডরুম, ১টি লিভিং/ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা (পরিদর্শন অনুযায়ী) রয়েছে। কভার্ড এরিয়া- সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৪ বর্গফুট সহ ঢাকা গাড়ি পার্কিং স্থান। জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- মিরপুর, জে.এল. নং ২৪০, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৩৫ ও ৩৩৪/২, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৩৮, আর.এস. প্লট নং ১৩২ ও ১৩৩, এল.আর. প্লট নং ১৫৯ ও ১৬০, মোট জমির পরিমান- ০.৬৯১৯ একর, জমির শ্রেণীবিভাগ - বাস্তু। দলিল নং- আই-৭৮৮২ তারিখ- ২০.০৯.২০২১, এ.ডি.এস.আর.ও. খড়্গপুর।
সম্পত্তিটি শ্রীমতী দেবলিনা ঘোষ (বসাক) ও শ্রী রাহুল কুমার ঘোষের নামে আছে ঠিকানা- ‘ইম্পেরিয়াল হাইটস’ মা অন্নপূর্ণা নামে ব্লক-এ, ফ্ল্যাট নং ৫০৯, ৫ম ফ্লোর, খড়্গপুর মহকুমা আদালতের কাছে, পোস্ট অফিস ও থানা- খড়্গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০১।
সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তর- ফ্ল্যাট নং ৫১০; দক্ষিণ- সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা ও ব্লক সি মা চন্দ্রিকা; পূর্ব- ব্লক বি, মা ভুবনেশ্বরী ও ফ্ল্যাট নং ৫১২; পশ্চিম- অজয় বক্সির খালি জমি।

তারিখ: ১৪.১১.২০২৫
স্থান: খড়্গপুর

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

এসবিআই আরএএসএমইসিসি আসানসোল (১০২৬৭)
(আসানসোল শাখা প্রেমিসেস)
১ম ফ্লোর, বিজয় পাল সরণি, আসানসোল - ৭১৩৩০৪, ই-মেইল: sbi.10267@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকা. নং-১. ৪১৩৮৮১৬৪০৫৩ (এইচবিএল) ২. অ্যাকা. নং- ৪১৪১৫৮৭৪৯৬২ (সুরক্ষা)
৩. অ্যাকা. নং- ৪২৫১৪২৯০১২৬ (টপ আপ)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮.০৫.২০২৫** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **প্রয়াত শ্রী অশোক কুমার / শ্রীমতী লক্ষ্মী কুমারী (আইনি উত্তরাধিকারী)** -কে আহ্বান জানিয়ে **২৮,৬৪,০৫২.০০ টাকা (আটাশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার বায়ান্ন টাকা মাত্র) এবং ২৮.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে সুদ** সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর(পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩১ অক্টোবর, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৮,৬৪,০৫২.০০ টাকা (আটাশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার বায়ান্ন টাকা মাত্র) এবং ২৮.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে সুদ সহ** তার উপর ব্যয় ইত্যাদি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: প্রয়াত অশোক কুমার
জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা আম্বেদকর নগর, ডোমদহ, থানা-সালানপুর, পোস্ট অফিস-মিহিজাম, মিহিজাম বাজারের কাছে, আলাদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, মহকুমা আসানসোল, এ.ডি.এস.আর. অফিস কুলটি, জে.এল. নং ১০-এর মধ্যে অবস্থিত সেই বাস্তু জমি, যার পরিমাপ কমবেশি **২ (দুই) কাঠা ৮ (ছটাক)** অর্থাৎ প্রায় **৪.১২ ডেসিমেল** এবং যা এল.আর. খতিয়ান নং ৪৯৪ এবং ৯৭০ -এর অধীনে আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ৬৭৩ (ছয়শত তিয়াত্তর)-এর অংশ। ২০১৯ সালের ডিড নং ০২২৪০০৫১২ বিক্রয় দলিল, যা বুক-১, ভলিউম নং ০২২৪-২০১৯, পাতা ৯২১৪ থেকে ৯২২৮ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।
সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তর দিকে- রবি কুমার সুমন-এর সম্পত্তি; দক্ষিণ দিকে- বিক্রেতাদের জমি; পূর্ব দিকে- ১০ ফুট কাঁচা রাস্তা; পশ্চিম দিকে- আরএস ও এলআর প্লট নং-৬৭৪।

তারিখ: ৩১.১০.২০২৫
স্থান: আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **প্রতীকী দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **“যেখানে যেমন আছে”, “যা যেমন আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৮.১২.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @ ১০% / দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী সুভা ঘোষ এবং শ্রী কুমার ঘোষ	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ফ্ল্যাট নং- এবি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ পরিমাপ প্রায় কমবেশি ১৪২০ বর্গফুট। এতে তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট ও দুটি বারান্দা, মোজাইক ফ্লোরিং এবং লিফট সুবিধা রয়েছে। এটি ভবনের তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত। ফ্ল্যাটটি মৌজা- শ্যামনগর (পূর্বে কৃষ্ণপুর) -এর মধ্যে অবস্থিত, সি.এস. ও আর.এস. দাগ নং ২৪৬৭, জে.এল. নং ১৭, যা পৌর হোল্ডিং নং ৬৯৯/৩, দমদম পার্ক, থানা - লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৫, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে অবস্থিত। এটি ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার বারাসাত এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার কাশীপুর দমদম-এর এখতিয়ারের অধীনে। উক্ত ভবনের নিচে থাকা জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এর সাথে অন্তর্ভুক্ত। **সম্পত্তিটি ২০২৩ সালের ডিড নং ১৯০৩০৫৪৬ দ্বারা শ্রীমতী সুভা ঘোষ এবং শ্রী কুমার ঘোষ-এর নামে** দাঁড়িয়ে আছে, যা পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, এ.আর.এ - ৩ এর অফিসে বুক-১, ভলিউম নং- ১৯০৩-২০২৩, পাতা নং ২০৪৮১৪ থেকে ২০৪৮৪৬ পর্যন্ত তেনিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীনে**	৪৪,১২,০৭৭.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ বারো হাজার সাতাত্তর টাকা মাত্র) ০২.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং ০৩.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে বকেয়া থাকা পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি, অ্যাকাউন্ট থেকে পুনরুদ্ধার করা অর্থ বাদে।	ক) ৫১,১২,০০০.০০ টাকা; খ) ৫,১১,২০০.০০ টাকা; গ) ২৫,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগ ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬; পরিদর্শনের তারিখ: ১১.১২.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১৭.১১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda

দাবি বিজ্ঞপ্তি

যাদবপুর শাখা
২৩, রাজা এস.সি. মল্লিক রোড,
কলকাতা- ৭০০০৩২
ই-মেইল: jadavp@bankofbaroda.com

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা কর্তৃক সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বিরুদ্ধে জারি করা দাবি বিজ্ঞপ্তি।

ক্র. নং	শাখা / নোটিশের তারিখ /অ্যাকা. নাম / এনপিএ তারিখ	ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সুবিধার প্রকৃতি ও প্রকার / সীমা / সুদের হার / বকেয়া পরিমাণ	নিরাপত্তা চুক্তির সহ নিরাপত্তাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	যাদবপুর শাখা / ১৩(২) নোটিশের তারিখ- ২১.১০.২০২৫ / জনাব সানিয়ার রহমান / এনপিএ তারিখ- ০৮.১০.২০২৫।	জনাব সানিয়ার রহমান (ঋণগ্রহীতা), গোলদারপাড়া, অর্জুল্লাপুর রোড, অর্জুল্লাপুর, বারাসাত - ২, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২৩।	বরোদা হোম লোন (টার্ম লোন) অ্যাকা. নং ৫৭১৭০৬০০০০১০৩৩ সীমা- ২১.৫০ লক্ষ টাকা সুদের হার- ৯.৪৫% বকেয়া পরিমাণ- ২১,৮৯,৯১৯/- টাকা (একুশ লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শত উনিশ টাকা মাত্র) ১৪.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ সহ।	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট নং ২বি এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার কার্পেট এরিয়া ৬৩৭.৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট। এটি জি +৪ তলা আবাসিক ভবন **‘অঙ্গন’**-এর দ্বিতীয় ফ্লোরে (দক্ষিণ দিকে, পশ্চিম মুখীভাবে) অবস্থিত। ফ্ল্যাটটি প্রায় ০৪ কাঠা ০৪ ছটাক কমবেশি পরিমাপের জমির উপর অবস্থিত, যা মৌজা - দিঘলা, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ১৬১, তৌজি নং - ১৭৩, খতিয়ান নং ৫৭৯, দাগ নং ৩১-এর মধ্যে অবস্থিত। এটি দক্ষিণ দমদম পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০২, পৌর হোল্ডিং নং ২৪৩, কবি মুকুন্দ দাস রোড, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৬৫-এর অধীনে অবস্থিত এবং এটি **জনাব সানিয়ার রহমান-এর মালিকানাধীন। চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তর দিকে- ১২’-৬” চওড়া রাস্তা / লবি এবং অন্য ফ্ল্যাট। দক্ষিণ দিকে- ৪ ফুট চওড়া কার পার্কিং ও অন্যান্য সম্পত্তি / উন্মুক্ত আকাশ। পূর্ব দিকে- সুধীর বিশ্বাস-এর বাড়ি / অন্য ফ্ল্যাট। পশ্চিম দিকে- প্রয়াত হরনাথ রায়-এর বাড়ি / উন্মুক্ত আকাশ।
২.	যাদবপুর শাখা / ১৩(২) নোটিশের তারিখ- ২১.১০.২০২৫ / ১) মেসার্স তকুমা কনজিউমার সার্ভিসেস এলএলপি (ঋণগ্রহীতা), ২) শ্রী আলোকময় সরকার (তকুমা কনজিউমার সার্ভিসেস এলএলপি-এর অংশীদার), ৩) শ্রীমতী মিনা সেন (তকুমা কনজিউমার সার্ভিসেস এলএলপি-এর অংশীদার), ৪) শ্রী কমল কুমার মিত্র (তকুমা কনজিউমার সার্ভিসেস এলএলপি-এর অংশীদার), ৫) শ্রী নিলয় সেনগুপ্ত (জামিনদার) / এনপিএ তারিখ- ২৮.০৯.২০২৫	১) মেসার্স তকুমা কনজিউমার সার্ভিসেস এলএলপি (ঋণগ্রহীতা), ৩৫৬, যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ। ২) শ্রী আলোকময় সরকার (মেসার্স তকুমা কনজিউমার সার্ভিসেস এলএলপি-এর অংশীদার), পিতা - অজয় কুমার সরকার, ২০৮ (ফ্ল্যাট - ২এ), ত্রিনয়নী, এইচ এল সরকার রোড, বাঁশদ্রোণী, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৭০, পশ্চিমবঙ্গ। ৩) শ্রীমতী মিনা সেন (মেসার্স তকুমা কনজিউমার সার্ভিসেস এলএলপি-এর অংশীদার), স্বামী প্রয়াত নিরেন্দ্র মোহন সেন, ১৪ এ, লেন মেন রোড, কালিয়া নিবাস, ব্যারাকপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০ ১২২, পশ্চিমবঙ্গ। ৪) শ্রী কমল কুমার মিত্র (মেসার্স তকুমা কনজিউমার সার্ভিসেস এলএলপি-এর অংশীদার), পিতা - প্রয়াত অচিন্ত্য দাস মিত্র, ১৪/২, নিউ সন্তোষপুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭৫, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী নিলয় সেনগুপ্ত (জামিনদার) পিতা নীরেন সেনগুপ্ত, ৩২১ প্রান্তিক পল্লী, বোস পুকুর, ইকেটি , কলকাতা - ৭০০ ১০৭	(ক) বরোদা ট্রেডার্স লোন (বিজনেস লোন) অ্যাকা. নং- ৭৭৯২০৬০০০০০১৩২ সীমা- ১৬.৯২ লক্ষ টাকা সুদের হার- ১১.২৫ % (খ) বিজেইসিএল লোন অ্যাকা. নং- ৭৭৯২০৬০০০০০৫২৪। সীমা- ২ লক্ষ টাকা। সুদের হার- ১১.২৫% বকেয়া পরিমাণ- ৯,৯৭,২১৫.৭০/- টাকা (নয় লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত পনেরো টাকা ও সত্তর পয়সা মাত্র) ১৪.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য চার্জ সহ।	আবাসিক ফ্ল্যাটের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা প্রেমিসেস নং ৩২১, প্রান্তিক পল্লী, কলকাতা-৭০০ ০৪২-এ অবস্থিত,থানা - কসবা, পোস্ট অফিস - কসবা। ইস্ট ক্যালকাটা এরিয়া ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের গ্রুপ- ৩ এর ব্লক হাটি-এর প্লট নং হাটি/জিআরএইচ৪ তে অবস্থিত কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং ১০৭, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ‘মারিয়াট্টা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড’এর ফ্ল্যাট নং ৪০২, যা একটি জি+৪ তলা ভবনের চতুর্থ ফ্লোরের উত্তর দিকে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮১৫ বর্গফুট কমবেশি। এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরের দক্ষিণ দিকে ১৩০ বর্গফুট পরিমাপের একটি ঢাকা গাড়ি পার্কিং স্থান সহ। **স্বত্বাধিকারী- শ্রী নিলয় সেনগুপ্ত। চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তর দিকে- হাটি/জিআরএইচ-৫; দক্ষিণ দিকে- হাটি/জিআরএইচ-৩; পূর্ব দিকে- ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম দিকে- হাটি/জিআরএইচ-১৫।

আপনারা উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, যার সাথে উপরোক্ত শাখায় সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ যুক্ত রয়েছে। ব্যাঙ্ক উপরোক্ত সারণীতে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য উক্ত আইনের অধীনে আপনাকে নোটিশ জারি করেছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের ঠিকানায় নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠানো দাবির নোটিশটি অ-বিতরিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে। তা করতে ব্যর্থ হলে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর তফসিলের মধ্যে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা স্বার্থ কার্যকর করার অধিকার প্রয়োগ করতে ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে। এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের জন্য উপলব্ধ আইনি পদক্ষেপ শুরু করা সহ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।

আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন ১৩-এর দিকে, যার শর্তাবলী অনুসারে, আমাদের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া আপনি উপরে অনুচ্ছেদ ১-এ উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির কোনোটিই বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না (সাধারণ ব্যবসার প্রক্রিয়া ছাড়া)। আমরা আরও যোগ করতে চাই যে, উক্ত আইনের সেকশন ১৩(১৩)-এ থাকা উপরোক্ত বিধানটি মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়া আইনের সেকশন ২৯ অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা আরও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর দিকে, যার শর্তাবলী অনুসারে, পাবলিক নিলামের/কোটেশন আমন্ত্রণের/টেন্ডারের/প্রাইভেট চুক্তির নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে যেকোনো সময় যদি আপনার দ্বারা ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করা হয়, তবে আপনি সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত নোটিশ প্রকাশের পরে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধারের আপনার অধিকার আর উপলব্ধ থাকবে না।

তারিখ: ১৭.১১.২০২৫
স্থান: যাদবপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

পুরাতন মালদার পদ্ম ঠেকাতে নিজেকে নির্দল প্রার্থী ঘোষণা বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা নিতাই মণ্ডলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ২৬-এর বিধানসভার দামামা এখনও বাজেনি। কিন্তু তাঁর আগেই বিজেপিকে ঠেকাতে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ময়দানে ভোট প্রচারে নেমে পড়লেন পুরাতন মালদার সমাজসেবক তথা প্রাক্তন ওই দলের নেতা নিতাই মণ্ডল। রবিবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইপাস সড়ক সংলগ্ন একটি ফুটবল খেলার মাঠে নিজের শতাধিক অনুগামী কর্মী, সমর্থক ও নেতৃত্বের সঙ্গে কর্মীসভা করেন নিতাই মণ্ডল। এদিনের এই কর্মীসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন বিজেপির বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি, কংগ্রেসের এক নির্বাচিত সদস্য-সহ বিশিষ্টজনেরা। নিতাই মণ্ডলের বক্তব্য, বছরে ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সব সময় কাজ করে চলেছি। আগামী দিনেও করব। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সংশ্লিষ্ট ব্লকের হাজার হাজার মানুষ আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। একদা তিনি বিজেপির পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা ছিলেন নিতাইবাবু। কিন্তু ওই দলেরই একাংশের ষড়যন্ত্রের

কারণে তাঁকে বহিষ্কার হতে হয় বলে অভিযোগ। তাই এবারে মানুষের স্বার্থে নির্দল প্রার্থী হিসেবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করবেন তিনি। তাঁরা আগাম প্রস্তুতি হিসাবে এদিন এই কর্মীসভা করেন নিতাইবাবু। পাশাপাশি এদিন দলের কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে একটি মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হয়।

এদিনের এই কর্মসূচিতে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের দুই জনপ্রতিনিধি মহম্মদ সাইরুদ্দিন এবং আবু সালেম যেমন উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক তেমনি বেশ কিছু এলাকার প্রাক্তন বিজেপির অঞ্চল সভাপতি ও প্রাক্তন যুব সভাপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মীসভা থেকেই রীতিমতো বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকারের প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নিতাই মণ্ডল। তিনি বলেন, বিগত দিনে তিনি পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি দলের সদস্য ও বিরোধী দলনেতা ছিলেন। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি মিথ্যা ঘটনার ষড়যন্ত্রের শিকার করা হয় তাঁকে। এরপরই দল বহিষ্কার করে নিতাইবাবুকে। আর তারপর থেকেই বিজেপির গড় পুরাতন মালদায় যেন নিতাই মণ্ডলই গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে বলে দাবি করেছেন তাঁর অনুগামীরা।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে পুরাতন মালদা কেন্দ্র থেকে নির্দল হয়ে লড়াইয়ের অঙ্গীকার দিয়েই এদিন শুরু হয় কর্মীসভা। সেই কর্মী সভাতেই বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা পুরুষ ও মহিলা নেতৃত্ব নিতাই মণ্ডলের পক্ষ নিয়ে মূলত বিজেপির কড়া সমালোচনা করা হয়। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ সাইরুদ্দিন বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত নিতাই মণ্ডল। বিজেপি দল তাঁকে ষড়যন্ত্র করে বহিষ্কার করেছে। এই ধরনের মানুষের পাশে আমরা রয়েছি। আগামীতে নিতাই মণ্ডলের প্রার্থী হলে তঁকে সমর্থন জানাবো।' প্রাক্তন বিজেপি নেতা নিতাই মণ্ডল বলেন, 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এদিন থেকেই ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। এই কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিটি অঞ্চল এবং বুথ স্তরে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে। যেখানে এলাকার যুবকদের একাংশ এবং বয়স্কদের নিয়েই কাজ করা হবে। এবারে কোনভবেই বিজেপিকে এক ইঞ্চিও মাটি ছাড়তে রাজি নই। যারা অন্যায় করলো তাঁদের হয়ে দল সমর্থন জানিয়ে আমাকে বহিষ্কার করেছে। সুতরাং এইসব ধান্দাবাজদের বিরুদ্ধেই একাই লড়বো। অন্তত বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে লড়াই করেই তাঁদের একাংশকে শিক্ষা দেব।' এদিকে স্থানীয় বিজেপির একাংশ নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূলের চর হিসাবেই প্রার্থী হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে নিতাই মণ্ডল। পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা জানিয়েছেন, 'কে কী বললো তাতে দলের কিছু যায় আসে না। মানুষ মোদি সরকারের উন্নয়ন দেখছে। সুতরাং এখানে কোন ভাওতাবাজি চলবে না।' তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, 'এবারে পুরাতন মালদায় অবশ্যই তৃণমূল ভালো ফল করবে। বিজেপির তো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছেই। তার ওপর শুনছি নাকি ওদেরই আবার এক বহিষ্কৃত নেতা নির্দল প্রার্থী হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন মানুষ দেখছে তাই এখানে আগামী নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার হবে।'

এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপের কাজে এগিয়ে এলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এনুমারেশন ফর্ম ফিলাপের কাজে ভোটারদের সহায়তা করতে হাত লাগালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। ভোটারদের ফর্ম ফিলাপ করানোর পর কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যেমন সকলেই দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করি, তেমনি এটাও গণতন্ত্রের একটি উৎসব।' জানা গিয়েছে, রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত মাস্টার পাড়া এলাকায় চলছিল ভারতীয় জনতা পার্টির তত্ত্বাবধানে 'এসআইআর সহায়তা' কেন্দ্র। সেখানে সেদিন হঠাৎ উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার। ক্যাম্পে পৌঁছে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরবর্তীতে এসআইআর-এর ফর্ম ফিলাপের কাজে হাত লাগান। কিভাবে ফর্ম ফিলাপ করতে হবে, সেই সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ভোটারদের সঙ্গে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত কাজ। আর তারপর থেকেই চরিদিকে

শুরু হয়েছে নানান উদ্বেগ। আর সেখানেই 'বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা' বা 'স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (এসআইআর) এর বিষয়ে মানুষের উদ্বেগ দূর করতে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে চলা বিশেষ সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এ বিষয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এসআইআর নিয়ে ফর্ম ফিলাপের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আমরা সহায়তা কেন্দ্র শুরু করেছি। দলমত নির্বিশেষে আমরা সকলকে সহায়তা করব। সাধারণ মানুষের কোথাও সমস্যা হলে সেটাও আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। কিছু রাজনৈতিক দল এসআইআর-কে নিয়ে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করেছে। সেটা যাতে না করতে পারে, সেই বিষয় নিয়ে আমরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করছি। ঠিক যেমন আমরা দুর্গা পূজায় অংশগ্রহণ করি, সেরকম এটাও আমাদের গণতন্ত্রের একটি উৎসব।'

পঞ্চয়েত মন্ত্রীর উদ্যোগে গ্রামের মাঠে ফিরল খেলার পরিবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লকের আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে আনন্দপুর গ্রামে রয়েছে একটি খেলার মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে ছিল বিদ্যুতের খুঁটি। যার ওপর দিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার গিয়েছিল। একদিকে মাঠের মাঝে বিদ্যুতের খুঁটি থাকায়, যে কোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। অন্যদিকে, বিদ্যুতের খুঁটি থেকে তার ছিঁড়ে গেলে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা লেগেই থাকতো। ফলে আনন্দপুর গ্রামের ফুটবল ময়দানে আতঙ্কের জন্য এক প্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল খেলাধুলো। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদারকে গ্রামের মানুষ এই বিষয়ে অভিযোগ জানালে। গ্রামবাসীদের আবেদন নিয়ে পঞ্চায়েত মন্ত্রী বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। এই বিষয়ে মাঠের মাঝখান থেকে বিদ্যুতের তার বিকল্প রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানান মন্ত্রী। মন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী মাঠের মাঝখান থেকে বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর জন্য আশ্বাস দিলে, দ্রুত সেই মাঠের মাঝখান থেকে বিদ্যুতের খুঁটি সরানো হয়। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর এই উদ্যোগে খুশি আনন্দপুর গ্রামের মানুষ। সেই গ্রামে কাঁকসা ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই ফুটবল ময়দানে দুই দিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রবিবার ছিল সেই ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় উপস্থিত হন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, এছাড়াও ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা বাগদী, উপপ্রধান নাসিম আলী মীর, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কুলদীপ সরকার, দুর্গাপুর মহকুমার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কমিটির সদস্য রাজেশ কোনার-সহ গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা ও ক্রীড়া প্রেমী মানুষেরা। রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, 'আনন্দপুর গ্রামে খেলার পরিবেশ ফিরে আশায় মানুষের মধ্যে যে আনন্দ তৈরি হয়েছে, সেই আনন্দ যেন চিরকাল থাকে।' কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার জানান, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে উদ্যোগ নিয়ে গ্রামগঞ্জে খেলাধুলার পরিবেশ পুনরায় ফিরিয়ে এনেছেন। তাতে গ্রামের যুবকরাও উৎসাহিত।'

এদিন চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আনন্দপুরের সঙ্গে বিহারপুর একাদশ। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ট্রাইবেকারে এক শূন্য গোলে জয়ী হয় বিহারপুর একাদশ। এদিন জয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁকসা ব্লকের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার, নাসিম আলী মীর ও আনন্দপুর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

তৃতীয় বছরে আরও বড় হচ্ছে 'দুর্গাপুর উৎসব'

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আগামী ৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুর্গাপুরের রাজীব গান্ধি মেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বর্ণময় 'দুর্গাপুর উৎসব'। রবিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করল দুর্গাপুর উৎসব কমিটি। তৃতীয় বছরে পা রাখা এই জনপ্রিয় উৎসবে থাকছে বিশেষ চমক, এবার হাজির থাকবেন আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও, যা উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে বলে জানান আয়োজকরা।

সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা জেলা তৃনমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল-সহ দুর্গাপুর উৎসব কমিটির কর্মকর্তারা। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'তৃতীয় বছরে পদার্পণ করতে চলেছে এই উৎসব। বড়সড় চমক থাকছে। মেলা বসবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। দুর্গাপুরের মানুষের মন জয় করে নেবে এই উৎসব।' তৃতীয় বর্ষে আরও বৃহত্তর আয়োজনে এগিয়ে আসছে দুর্গাপুর উৎসব। আন্তর্জাতিক শিল্পীদের উপস্থিতি থেকে শুরু করে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে ১০ দিন দুর্গাপুরবাসীর জন্য হয়ে উঠতে চলেছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। শহরের মানুষের প্রত্যাশা এবারের উৎসব আগের দু'টি বছরের সাফল্য ছাপিয়ে নতুন মাত্রা ছুঁয়ে যাবে।

গুড়াপে দেহ উদ্ধার চণ্ডীগড়ের ট্রাক চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আলুবীজ খালি করে কলকাতা থেকে সরষের তেল নিয়ে যাওয়ার সময়ে গুড়াপের কাছে দেহ উদ্ধার হয়। সুখবিন্দর সিং (৩১) চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা ছিলেন। ভিন রাজ্যের ট্রাক চালকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হুগলির গুড়াপে। পাঞ্জাব থেকে আলুর বীজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন সুখবিন্দর সিং নামে এক যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর, ট্রাকে সুখবিন্দরের সঙ্গে ছিলেন তাঁর কাকা ক্যাপ্টেন সিংও। শনিবার ভোরের দিকে ট্রাক ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময়ে গুড়াপের একটি পেট্রোল পাম্পের পাশে তা দাঁড় করানো হয়। সুখবিন্দর খাবার আনতে যান।

কিন্তু অনেকটা সময় কেটে গেলেও সুখবিন্দর ফেরেননি। অনেকক্ষণ না ফেরায় খোঁজ শুরু করেন তাঁর কাকা। এর পরেই রাস্তার ধারে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে টহলরত পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সুখবিন্দরের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সুখবিন্দরের। তবে দেহের ময়নাতদন্ত হলে জানা যাবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ।

বর্ধমানে ডেলিভারি বয়দের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমানে ব্লিনকিট স্টোরের সামনে বিক্ষোভে বসলো ব্লিংকিট ডেলিভারি বয়রা। মূলত তাঁদের অভিযোগ, স্টোরের ম্যানেজার নিত্যদিন তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে চলেছে। পাশাপশি কাজ করতে গিয়ে বাইকের পেট্রোলের টাকাও তাঁরা পান না। এই রকমই একাধিক অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে নামেন তাঁরা। যার কারণে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। আপাতত সংস্থার অ্যাপ থেকে কোনও রকম জিনিস পাওয়া যাবে না বলে জানান ডেলিভারি কর্মচারীরা। তাদের বিক্ষোভ প্রায় চারদিন অতিক্রম হওয়ায় পরিষেবা বন্ধ থাকায় ব্লিংকিট কোম্পানি যেমন ক্ষতির মুখে পড়েছে, তেমনই ডেলিভারি বয়রা তাদের দাবি নিয়ে অনড়।

উলেখ্য, ঝড় বৃষ্টি শীত কে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের দরবারে পৌঁছতে যেসব আইটেম ব্লিংকিটের যে পরিষেবা দিয়ে থাকেন এইসব ডেলিভারি বয়রা তাদের দাবি ছিল গাড়ির তেলের দাম বৃদ্ধি, দুর্ঘটনাজনিত ক্লেম এবং পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি, কার্যত এই দাবি করতেই ১৭ জন ডেলিভারি বয়ের আইডি লক করে দেয় কোম্পানি। স্বভাবতই এইসব বয়দের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে, পাশাপাশি অন্যান্য ডেলিভারি বয়দের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয় যে, তাহলে আগামী দিনে কোনো কথা

বললেই ডেলিভারি বয়দের কাজ চলে যাবে। তবে সেসব কথা চিন্তা না করেই কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন সকল ডেলিভারি বয়রা। অন্যদিকে যুবকদের কথা মাথায় রেখে ব্লিংকিট স্টোরে পৌঁছান পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার। তিনি যুবকদের কাছ থেকে সমস্যার কথা শুনে যাতে দ্রুত সমস্যা সমাধান করা যায় তার আশ্বাস দেন।

পানাগড় ব্রাঞ্চের বিমা সংস্থার এজেন্টদের বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কয়েক দফা দাবিকে সামনে রেখে লাইফ ইন্সুরেন্স এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পানাগড় ব্রাঞ্চের অষ্টম জেনারেল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন একটি ম্যারেজ হলে। এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন পানাগড় শাখার সম্পাদক পান্নালাল জানা, সভাপতি কৌশিক গাঙ্গুলী ডিভিশন সম্পাদক অরিন্দম চট্টরাজ, ডিভিশন সভাপতি ভাস্কর চৌধুরী ও ফেডারেল ইসি মেম্বার স্বপন কেশ-সহ অন্যান্য ৪০০ জন এজেন্ট। পানাগড় শাখার সভাপতি কৌশিক গাঙ্গুলী জানান, এলআইসি দেশের মধ্যে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং মার্কেট শেয়ার বেড়েই চলেছে। তিনি জানান গোটা ভারতের মধ্যে ১৪ লক্ষ এজেন্ট এই এলআইসি সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই চলেছে। তাই এলআইসি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ার কোনও রাস্তা নেই। এদিন তিনি বলেন, 'এলআইসি যেমন নতুন নতুন পলেসি আনছে, তেমনই নতুন নতুন শেয়ার রিলেটেড পলেসিও আনছে। তাতে মানুষ খুব আগ্রহী তাই এলআইসি ভারতের মধ্যে এক নম্বরই থাকবে।'

পীর বাহাউদ্দিন সিদ্দিকীর ইন্তেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১.১৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন পীর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী। মোজাদ্দেদে জামান ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত দাদা হুজুরের প্রধান ও প্রবীণ খলিফা পীর হযরত তাজাম্মোল হোসাইন সিদ্দিকীর পৌত্র ছিলেন মাওলানা বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী রহ। দাদা হুজুরের বংশধর পীর আজমাল উদ্দিন সিদ্দিকীর বড় পুত্র ছিলেন তিনি। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১বছর। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি ব্রেন স্ট্রোক হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুর সময় রেখে গেছেন দুই পুত্র। তার প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকায় তিনি মাওলানা সাহেব হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

গাছ কাটা নিয়ে সরকারি অফিস ঘেরাওয়ের ডাক বিজেপি-তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খানাকুলের ঠাকুরানী চক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অরোরা খাল সংস্কারের নাম করে গাছ কাটাকে কেন্দ্র চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চরমে উঠছে। ইতিমধ্যেই বন দপ্তরের পক্ষ থেকে ঠাকুরানী চক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান রামকৃষ্ণ মাইতির নামে এফআইআর করা হয়েছে, এমনটাই বন দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হতে চলেছে খানাকুল। আগামী ১৮ ই ডিসেম্বর বিজেপি প্রধানকে চক্রান্ত করে ফাঁসানোর প্রতিবাদে বিডিও অফিস ঘেরাও করার ডাক বিধায়কের। অন্যদিকে, বেআইনি ভাবে গাছ কাটার প্রতিবাদে ঠাকুরানী চক গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেরাও ও ডেপুটেশনের ডাক তৃণমূলের।

একদিকে, তৃণমূল দফায় দফায় প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ওই পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান ও বিজেপিকে কোনঠাসা করতে চাইছে। আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ থেকে শুরু করে হুগলি জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি, হুগলি জেলা পরিষদের কো-মেন্টর হায়দার আলি-সহ তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এই বিষয়ে

সাংসদ মিতালি বাগ বলেন, 'বিজেপি সব সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালিগালাজ করে। কিন্তু এখানে বিজেপি প্রধান গাছ কাটছে বেআইনি ভাবে। তার উপযুক্ত শাস্তি চাই।' অন্যদিকে, বিজেপিও পিছিয়ে নেই। বিজেপির দাবি, ঠাকুরানীচক অঞ্চলের বিজেপি প্রধানকে অযোথা ফাঁসারনোর জন্য চেষ্টা করছে তৃণমূল। এর প্রতিবাদে বিজেপি খানাকুল এক নম্বর বিডিও অফিস ঘেরাও করার ডাক দিয়েছেন বিধায়ক। তাঁদের দাবি, চোর তৃণমূলের বড় বড় কথা। অন্যায় ভাবে তৃনমূলই গাছ চুরি করে ঠাকুরানিচক অঞ্চলের বিজেপির প্রধানকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আগামী ১৮ই নভেম্বর খানাকুল ১ নং বিডিও অফিস ঘেরাও অভিযান করা হবে। বিজেপির আরও দাবি, সঠিক পদ্ধতিতেই গাছ কাটা হচ্ছিল এবং প্রশাসন ও বন দপ্তরকে জানানো হয়। এই বিষয়ে ঠাকুরানী চক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, 'চক্রান্ত করে ফাঁসানো হচ্ছে। এর প্রতিবাদ জনগণ করবে। বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত বলে তৃণমূল রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে। রাজনৈতিকভাবে চাপ বাড়াতে চাইছে। এইসব করে বিজেপির কোন ক্ষতি হবে না। খানাকুলের বিধায়ক নিজে বিডিও অফিস ঘেরাও-এর ডাক দিয়েছেন। আমরা ফরেস্ট রেঞ্জারের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে লড়াই করব।'

উন্নয়নের নামে প্রহসন!

সিঙ্গারণ নদীর বুকে বিলুপ্তির ছাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আসানসোলের জামুড়িয়া। এই এলাকায় ছোট, বড় একাধিক কলকারখানা থাকায় এলাকাটি এখন শিল্পাঞ্চল হিসেবেই পরিচিত। তবে এলাকায় শিল্প হলে সাধারণত এলাকারই উন্নয়ন হবে, তাই শিল্পের বিরুদ্ধে কেউ নয়। কিন্তু যদি কল-কারখানার শ্রী বৃদ্ধির জন্য বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্বিচারে অত্যাচার হয়, সেটা কখনোই সহ্য করবে না সাধারণ মানুষ। এবিষয়গুলিকে সামনে এনে সিঙ্গারণ নদী বাঁচাতে এক সভার আয়োজন হল জামুড়িয়া বিধানসভার অন্তর্গত সিঙ্গারণ কালী মন্দিরের জঙ্গলে।

উল্লেখ্য, জামুড়িয়া বিধানসভার এক অতি পরিচিত নদী সিঙ্গারণ নদী। এই সিঙ্গারণ নদীকে নিয়ে রয়েছে নানান ইতিহাস। এমনকি বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী জড়িতে রয়েছে এই সিঙ্গারণ নদীকে কেন্দ্র করে। একটা সময় জামুড়িয়ার অর্থনীতির ভীত গড়ে উঠেছিল কৃষিকে কেন্দ্র করে। তখন এই সিঙ্গারণের স্বচ্ছ জলের মাধ্যমে বিঘে বিঘে জমিতে সোনালি ফসল ফলেছে। বর্তমানে জামুড়িয়া জুড়ে ঘাঁটি গেড়েছে একের পর এক বেসরকারি স্পঞ্জ, আয়রন কারখানা। দিন দিন সেইসব বেসরকারি কারখানার শ্রীবৃদ্ধি এবং কারখানার বিষাক্ত ধুলো ধোঁয়ায় সিঙ্গারণ নদী আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। হারিয়েছে তার নিজস্ব গতিপথ। নদীর স্বচ্ছ পানীয় জল আজ প্রাণীকুলের খাওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানে সিঙ্গারণ নদী বিলুপ্তির পথে। তাই আগামী দিনে এই নদীর অস্তিত্ব বাঁচাতে বেশ কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ থেকে জামুড়িয়া সিঙ্গারণ কালী মন্দিরের জঙ্গলের মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে সঙ্গে নিয়ে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এ বিষয়ে 'নদী বাঁচাও জীবন বাঁচাও' আন্দোলনের কর্মী ডক্টর রত্না পাল এবং নদীকর্মী তাপস দাসরা জানান,

'সিঙ্গারণ নদীকে বাঁচাতে এই এলাকার মানুষ বহুবার আন্দোলন করেছে কিন্তু কোথাও যেন একটা এই আন্দোলন জোরালো মাত্রা পায়নি। আজ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজন একত্রে মিলে এক বৈঠক করলাম আমরা। যেখানে প্রতিটি মানুষের মুখ থেকে উঠে এলো একটাই কথা যে মানুষের জীবিকার নাম করে এমনকি উন্নয়নের নাম করে প্রকৃতির উপর নির্বিচারে অত্যাচার করা হচ্ছে। নদী থেকে শুরু করে গাছপালা সমস্ত কিছুর ওপর যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে তার প্রতিবাদে আগামী দিনে আমরা প্রতিবাদে নামব। যে প্রতিবাদ হবে রাজপথে।' তাঁরা আরও জানান, 'সরকার এমনকি প্রশাসনের যদি টনক না নড়ে কিভাবে তাদের টনক নড়াতে হবে, সে বিষয়ে আমরা আজ সিঙ্গারণ কালী মন্দির-এর নিকট সকলেই সমবেত হয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। আগামী দিনে জামুড়িয়ার এক সুপরিচিত নদী সিঙ্গারণ নদীকে দূষণমুক্ত এবং নদী দখল রুখতে আমরা সকলে সমবেত হলাম এবং আন্দোলনের এক প্রস্তুতি বৈঠক সারলাম।'

কালনায় বৃদ্ধাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বাড়িতে একা পেয়ে কালনার নাদনঘাট থানা এলাকায় গভীর রাতে এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে রবিবার সকালে ভর্তি করা হয় কালনা মহকুমা হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল ওঠে এলাকারই এক প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবককে রবিবার দুপুরে গ্রেপ্তার করে নাদনঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের বিরুদ্ধে-এর আগেও এইরকম অভিযোগ উঠেছিল। পাশাপাশি ওই বৃদ্ধার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা একাই থাকতেন। রবিবার গভীর রাতে ওই যুবক তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বৃদ্ধার শরীরেও একাধিক আঘাত রয়েছে। তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কালনা হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন ওই বৃদ্ধা।

গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির পাণ্ডুয়ার কোচমালি বালিখাদ সংলগ্ন এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় রাতেই ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে বিশ্বজিৎ ঢালি নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ৬০ কেজি। পুলিশ জানিয়েছে, হুগলির চারাবাগান এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ঢালি বৈঁচির বেরেলার কোচমালি বালিখাল সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বেআইনি গাঁজার ব্যবসা করতেন। গোপন সূত্রে খবর, পেয়ে এলাকায় হানা দেয় পুলিশের একটি দল। তখনই ধরা পড়েন বিশ্বজিৎ। বিডিও সেবন্তী রায়ের উপস্থিতিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিশ্বজিৎকে।

কাঁকসায় আইপিএল-এর ধাঁচে শুরু পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার থেকে শুরু হল পানাগড় প্রিমিয়ার লীগ। যা চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। জানা গিয়েছে, পানাগড়ের যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় গত চার বছর আগে। আইপিএল-এর ধাঁচে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। কয়েকমাস আগে হয় খেলার নিলাম পর্ব। কাঁকসা ও আশেপাশের এলাকার যুবকদের নিয়ে গঠিত হয় ১২টি দল। এরপরেই রবিবার থেকে শুরু হয় খেলা। রবিবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি। উপস্থিত ছিলেন মূল উদ্যক্তা পল্লব ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসা থানার আইসি প্রসূন খাঁ, কাঁকসার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা ও কাঁকসার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রবিবার সকাল থেকে পানাগড় বাজারে খেলার মাঠে খেলা দেখার জন্য ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। এদিন বিকালে খেলায় উপস্থিত হন অভিনেত্রী কৌশানি মুখার্জি। তাঁকে দেখতে এদিন দর্শকদের

ভিড় উপচে পরে খেলার মাঠে। এদিন কৌশানি রবিবার খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ-এর খেলোয়াড়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পাশাপাশি দর্শকদের আবেদনে খালি গলায় নিজের বাংলা সিনেমার গান গেয়ে সকলের মন জয় করে নেন। কৌশানি জানান, 'অত্যন্ত গ্রাম বাংলার বুকেও ক্রিকেট খেলার বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে সেটা মানা করে এসে তিনি উপলব্ধি করেছেন। পুরুষদের পাশাপাশি এখন মেয়েরাও ক্রিকেট খেলায় পারদর্শী। সম্প্রতি মহিলা ক্রিকেট দল বিশ্বকাপ জয় করার পর বিষয়টা পরিষ্কার যে মেয়েরাও ক্রিকেট খেলায় পুরুষদের থেকে কিছু কম যায় না।' তিনি বলেন, 'যেভাবে পানাগড়ে খেলার প্রতি উন্মাদনা রয়েছে, আগামী দিনে কেউ হয়তো পানাগড় থেকেই জাতীয় স্তরে বা ভারতের হয়ে ক্রিকেট খেলতে মাঠে নামবে।' কৌশানি বলেন, 'খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর মন ভালো থাকে। বর্তমানে গোটা বাংলা জুড়ে খেলার প্রতি অনেকটাই উৎসাহ বেড়েছে মানুষের।' উদ্যোক্তারা যে উদ্যোগ নিয়ে পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ শুরু করেছেন তা দর্শকদের উৎসাহ দেখেই সফল বলে দাবি তাঁর।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউড়ি জানিয়েছেন, 'তরুণ যুবক দের মোবাইল ছেড়ে মাঠমুখী করতে এই খেলার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা।' তাঁদের এই উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, 'শিশুদেরকেও মাঠমুখী করতে হবে তাঁর জন্য অভিভাবকদের উদ্যোগ নিয়ে তাঁদের সন্তানদের মাঠে নিয়ে আসতে হবে। স্কুল স্তরেও খেলাধুলার মান উন্নয়ন হয়েছে বর্তমানে। পানাগড় প্রিমিয়ার লীগ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে যাতে এই খেলা আরও বড় আকার নেয় সেই কামনা করি।' খেলার উদ্যোক্তা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মোবাইলে আসক্তি থেকে যুব সমাজকে বার করতে এবং তাঁর দল যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, খেলার উন্মাদনা দেখে তিনি নিশ্চিত তাদের উদ্যোগ সফল হয়েছে। তবে আগামী দিনে এই খেলা আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে মানুষের কাছে তাঁর আশা। শেষ দিন চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার সূচনা করতে মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেন বিধায়িকা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে জানান তিনি।

ফিরোজপুরে আরএসএস কার্যকর্তাকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ

চণ্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর: পঞ্জাবের ফিরোজপুরে দুষ্কৃতীরা এক আরএসএস কার্যকর্তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি।

জানা গেছে, শনিবার রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে ফিরোজপুরের মোচি বাজারে। মৃতের নাম নবীন অরোরা। ওই বাজারে একটি মুদির দোকান ছিল নবীনের। শনিবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন তিনি। তবে বাজারের ঠিক মাঝখানে তাঁর পথ আটকায় দু'জন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে নবীনের মাথায় গুলি চালানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। হামলাকারী দুই সন্দেহভাজনের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ। পুলিশের আশা, শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে অপরাধীদের।

এদিকে, ভয়াবহ এই হত্যাকাণ্ডের খবর সামনে আসার পর ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বন্ধ রাখা হয় বাজার। পঞ্জাবের আম আদমি পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, পঞ্জাবে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। অথচ তাদের উপর পুলিশের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিদিন প্রকাশ্যে খুন হচ্ছে। রবিবার সকালে এসএসপি ভূপেন্দ্র সিং এবং বিধায়ক রণবীর সিংও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। এসএসপি জানান, পুলিশ পুরো এলাকা থেকে সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করছে। অভিযুক্তদের শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রবিতেও রাজধানীর বাতাস দূষিতই

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর: দূষণ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার চিহ্ন নেই দিল্লিতে। রাজধানীর বাতাস এখনও দূষিতই। রবিবার সকালে দূষণে একেবারে নাজেহাল অবস্থা ছিল রাজধানীতে। কর্তব্য পথের আশপাশের এলাকা ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। দূষণের জেরে চিন্তায় রাজধানীর বাসিন্দারা।

রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ দিল্লির সামগ্রিক বাতাসের গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স বা একিউআই) ছিল ৩৮৫। আনন্দ বিহার, চাঁদনি চক, আইটিও এবং বাওয়ানার মতো কিছু এলাকায় বাতাসের গুণমান ছিল 'গুরুতর'। এদিন আনন্দ বিহারে ছিল ৪১২, চাঁদনি চকে ৪১৮, আইটিও-তে ৪১৭ এবং বাওয়ানায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৩৬। রবিবার দিল্লিতে বাতাসের সামগ্রিক মান খুব খারাপ পর্যায়ভুক্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার ও মঙ্গলবার বাতাসের গুণমান গুরুতর শ্রেণিতে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ ৩ মাওবাদী

সুকমা, ১৬ নভেম্বর: ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন মাওবাদীর। প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা করে। ঘটনাটি ঘটেছে তুমালপাড় গ্রামের কাছে। রবিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইজি বস্তার পি সুন্দররাজ। পরে সুকমা পুলিশ জানায়, মৃতদের মধ্যে রয়েছে মিলিশিয়া কমান্ডার ও স্নাইপার বিশেষজ্ঞ মাড়ভি দেবা। পাশাপাশি দুই মহিলা মাওবাদী পোডিয়াম গঙ্গি ও সোড়ি গঙ্গিরও মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) উদ্ধার করেছে একটি পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেল, বিসিজিএল লঞ্চার এবং একাধিক গুলি। এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে। আরও কেউ লুকিয়ে আছে কি না, তা দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ছত্তিশগড় মাওবাদী তথা নকশালপন্থীদের বিচরণক্ষেত্র। একাধিক বড় বড় অপারেশন তাঁরা এখান থেকেই চালিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদী দমনের চেষ্টা করেও সেভাবে সফল হয়নি কোনও প্রশাসন। তবে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এসব ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে, প্রতি মাসেই কম-বেশি নকশাল দমনের খবর পাওয়া যায়। অনেকে এসব দেখে সমাজের মূলস্রোতে ফেরার সিদ্ধান্তও নিয়েছে, কিন্তু তারপরও পুরোপুরি এদের বাগে আনা যায়নি। প্রায়শই মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অভিযান চলছে।

রাজস্থানে বাস-টেম্পোর সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত ১৪

যোধপুর, ১৬ নভেম্বর: রাজস্থানের যোধপুর-বালেসর জাতীয় সড়কে রবিবার ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল গুজরাতের ছ'জন বাসিন্দার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুজরাতের আমদাবাদ জেলার বনসকাণ্ঠা ও ধনসুরা এলাকা থেকে ২০ জনের একটি দল বাসে করে যোধপুরে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই খারিবেরি গ্রামের কাছে সামনের দিকে আসা একটি শস্যবোঝাই টেম্পোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিন জন মহিলা।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের প্রথমে বালেসর হাসপাতালে পাঠায়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থার কয়েকজনকে যোধপুরের মথুরাদাস মাথুর হাসপাতাল পাঠানো হয়। সেখানে আরও তিন জনের মৃত্যু হয়। মোট ছ'জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। আহত ১৪ জনের চিকিৎসা চলছে, কয়েকজনের অবস্থা এখনও সংকটজনক।

বাংলাদেশের জেলে রহস্যমৃত্যু কাকদ্বীপের যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারাধীন অবস্থায় বাংলাদেশের জেলে মৃত্যু হল কাকদ্বীপের এক যুবকের। পেশায় তিনি মৎস্যজীবী। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার দায়ে সে দেশে আটক হয়েছিলেন কাকদ্বীপের পশ্চিম গঙ্গাধরপুর এলাকার মৎস্যজীবী যুবক বাবুল দাস। জন্ম থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম (মূক ও বধির) ছিলেন তিনি। সংসারের হাল ধরতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে হত বাবুলকে। শনিবার তাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিচারাধীন বাবুলের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে বাংলাদেশ দূতাবাসের তরফে তাঁর পরিবারকে জানানো হয়। যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে পরিবারের মনে।

সোমবারও 'শাটডাউন' আওয়ামি লিগের

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর: বাংলাদেশ সরকার চেয়েছে সর্বোচ্চ সাজা অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। এর প্রতিবাদেই রবিবার 'শাটডাউন' পালনের ডাক দিয়েছিল আওয়ামি লিগ। সোমবার সেই ডাক দিয়েছে তারা।

এদিকে, হাসিনা এবং তাঁর দল আওয়ামি লিগের বক্তব্য, ইউনুস প্রশাসনের লিখে দেওয়া রায়ই পাঠ করবেন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি। তাতে সরকারের বাসনার অন্যথা হবে না। মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হবে নেত্রীকে, ধরে নিয়েছে হাসিনার দল।

ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে চলা মামলা নিয়ে শেখ হাসিনা এর আগে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, ওই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের বিচারের জন্য। এমন ট্রাইব্যুনালে তাঁর এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের বিচার হতে পারে না। হাসিনা সেই কারণেই সেনা সদস্যদের ট্রাইব্যুনালে বিচারের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন।

দেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্মদিন পালন হয়েছে দেশজুড়ে। ভারতের পাশাপাশি সারা পৃথিবীতেই প্রবাসী ভারতীয়রা জহরলাল নেহেরুকে স্মরণ করে পালন করল শিশুদিবস। দুবাইতে শিশু দিবসে ডাক্তারের সাজে দেখা গেল এক খুদেকে।

মধ্যপ্রদেশে জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ৫: মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র-ঝাঁসি জাতীয় সড়কে রবিবার ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচ যুবকের। মালওয়া কলেজের সামনে বালিভর্তি ট্রাক্টর-ট্রলিকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মারায় তাঁদের গাড়িটি ট্রলির নীচে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা পাঁচ জনের।

এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঝাঁসির দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং সামনের ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। তার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটে।

ময়দান

স্বর্গোদ্যানে নরক গুলজার, নিজেদের পাতা ফাঁদে পড়েই হার ভারতের

বিটু দত্ত

শনিবার খেলার শেষে চেতেশ্বর পূজারা বলেছিলেন, চতুর্থ ইনিংসে এই পিচে ১২০ রান তাড়াও কঠিন হতে পারে। তাঁর মন্তব্য অনেকের কাছে বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু রবিবার ঋষভ পন্থদের ব্যাটিং একে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি করে তুলল। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৩ রানে গুটিয়ে যাওয়ায় ভারতের সামনে জয়ের লক্ষ্য ছিল মাত্র ১২৪ রান। কিন্তু ইডেনের স্পিন সহায়ক, অনির্দিষ্ট বাউন্স ও ধীরগতির পিচে ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ একেবারে ভেঙে পড়ল। মাত্র ৯৩ রানে অল আউট হয়ে ৩০ রানে ম্যাচ হারল গৌতম গম্ভীরের দল।

সাইমন হারমার ম্যাচের সেরা হলেও, এই ম্যাচের ভাগ্য নির্ণায়ক হয়ে ওঠেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই ইডেনের ২২ গজ ব্যাটারদের জন্য বধ্যভূমি হয়ে উঠেছিল। সেই পিচেই বাভুমা যেন ব্যতিক্রমী স্বচ্ছন্দ্য ও একাগ্রতায় অপরাজেয় হয়ে ওঠেন। চোট সারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে ১৩৬ বলে ৫৫ রানের অমূল্য ইনিংস খেললেন তিনি। ইডেনের দর্শকরা দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর। তাঁর এই লড়াই না থাকলে দক্ষিণ আফ্রিকার মোট সংগ্রহ অনেক কম হত এবং ভারতের জন্য লক্ষ্য তাড়া করা এতটা কঠিন হত না। ভারতের বোলিং ত্রয়ী- জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাডেজা, কেউই বাভুমাকে আউট করতে পারেননি।

টিম ইন্ডিয়ার খেলা হলেই মাঠে হাজির থাকেন সচিনের সুপার ফ্যান সুধীর চৌধুরি। আর কলকাতায় ম্যাচ হলেই মাঠে হাজির হন অপর সুপার ফ্যান বাপি মণ্ডল। তিনদিনে শেষ হয়ে গেছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৩০ রানে হেরে গেছে টিম ইন্ডিয়া। তবে গুয়াহাটি টেস্ট জিতে গিল - জাদেজারা সিরিজে সমতা ফেরাবে বলে আশাবাদী সুপার ফ্যান সুধীর। রবিবার ম্যাচের শেষে সেলফি তুললেন অপর সুপার ফ্যান বাপি মণ্ডলের সঙ্গে।

আজ টাউন হলে আইএফএ'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন আইএফএ'র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সভাপতি অজিত ব্যানার্জি ও সচিব অনির্বাণ দত্ত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 97 & 98/ PW/Eng/APAS/25 Dt. 14-11-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied Contractors for execution the different works. e-Tender details are given bellow:
E-NIT No. 655/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950015_1,
E-NIT No. 656/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950030_1,
E-NIT No. 657/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950043_1,
E-NIT No. 658/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950059_1,
E-NIT No. 659/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950070_1,
E-NIT No. 660/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950075_1,
E-NIT No. 661/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950116_1,
E-NIT No. 662/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950122_1,
E-NIT No. 663/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950130_1,
E-NIT No. 664/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950134_1,
E-NIT No. 665/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950136_1,
E-NIT No. 666/MOG-I/25, ID - 2025_ZPHD_950139_1.
Last date of Bid Submission : **10/12/2025 at 10:55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan, Mogra-I Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1800/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain From H/O Netai Naskar to H/O Sankar Biswas in Ward No.-06 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.-135, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 5,33,332.00

Bid Submission end date: **08.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1860/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Upgradation of Concrete road & Pond by Sal Bullah Pilling work from H/O Alauddin towards H/O Chittaranjan Krityaniya in Ward No-23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name- A.P.A.S, Poling Station No-176, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 8,38,691.00

Bid Submission end date: **09.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/1827/25-26 Dated 13.11.2025	The Repairing and Upgradation of Bituminous Road & Surface Drain (marked as Sl. 1/308) from H/o Safiq Mondal to H/o Sultana Mondal at Booth No.-308 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality	Rs. 9,80,186.00
WBMAD/ULB/ RSM/1838/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Netai Karmokar towards Bapi Dey via Ganesh Mondal at 9 er Pally Baikunthapur in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No - 67 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 7,27,384.00

Bid Submission end date: **09.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1792/25-26 Dated 12.11.2025	The Repairing & Upgradation of Surface Drain with Slab (marked as Sl. 4/261) from H/o Subrata Das to Jagarani Sangha Playground at Booth No.-261 of Ward No.-30 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,16,894.00
WBMAD/ULB/RSM/1793/25-26 Dated 12.11.2025	Repair Upgradation Work of Covered Drain From H/O Vriguram Mandal to H/O Manab Das in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-136, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,27,121.00
WBMAD/ULB/RSM/1794/25-26 Dated 12.11.2025	Repair Upgradation Work of Concrete Road from H/O Samir Dutta to H/O Subrata Sinha Biswas in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-136, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,06,816.00
WBMAD/ULB/RSM/1795/25-26 Dated 12.11.2025	Repair Upgradation Work of Surface Drain From H/O Tapan Mandal to H/O Nemai Ghosh in Ward No.- 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-136, (Proposal Serial No.-04), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,61,949.00
WBMAD/ULB/RSM/1801/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain From H/O Laltu Mandal to H/O Mithu Naskar in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-135, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,92,625.00
WBMAD/ULB/RSM/1802/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain From H/O Kajal Kumar Bera to H/O Sukumar Saha at Shamapally 1no Len in Ward No. - 06 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-135, (Proposal Serial No.-03),Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,53,395.00
WBMAD/ULB/RSM/1803/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain and Earth Filling From H/O Tanmay Sarder H/O Rabindra Maity in Ward No.- 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-278, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,46,572.00
WBMAD/ULB/RSM/1804/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain and Earth Filling From H/O Gobinda Halder to H/O Chand Ratan Halder in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-278, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,46,572.00
WBMAD/ULB/RSM/1805/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain From H/O Balaram Pal to H/O Narayan Pramanik in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-278, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,17,867.00
WBMAD/ULB/RSM/1806/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Sontosh Chatterjee Club to H/O Gourohori Mandal in Ward No.-05 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-278, (Proposal Serial No.-04), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,67,746.00

Bid Submission end date: **08.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1815/25-26 Dated 13.11.2025	The Repairing and Upgradation of C.C. Road (marked as Sl. 1/267) from H/o Sadhan Das to H/o Ranjit Roy at Booth No.-267 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,33,320.00
WBMAD/ULB/RSM/1816/25-26 Dated 13.11.2025	Estimate for The Repairing and Upgradation C.C. Road (marked as Sl. 2/267) from H/o Ella Basak to H/o Sabita Das at Booth No.-267 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,22,200.00
WBMAD/ULB/RSM/1817/25-26 Dated 13.11.2025	Estimate for The Repairing and Upgradation of Surface Drain with Slab (marked as Sl. 3/267) from H/o Netai Paul to H/o Monoranjan Roy Booth No.-267 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,44,200.00
WBMAD/ULB/RSM/1818/25-26 Dated 13.11.2025	Estimate for The Repairing and Upgradation of Surface Drain with Slab (marked as Sl. 5/267) infront of Amar Tapadar House (Buro) Booth No.-267 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,59,550.00
WBMAD/ULB/RSM/1840/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Remal Ghosh towards Usharani Ghosh at Arapara in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 66 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,34,667.00
WBMAD/ULB/RSM/1841/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Kinkar Mess Bari towards Upen Mondal at Arapara in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S., Booth No.- 66 (Proposal Serial No.: 04), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,64,094.00
WBMAD/ULB/RSM/1842/25-26 Dated 13.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Amitava Chowdhury towards Haran Ghosh at Chaplin Pally in Ward No.- 14, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S.,Booth No.- 66 (Proposal Serial No: 05), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,16,497.00
WBMAD/ULB/RSM/1855/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Upgradation of Road from Rakhal Debnath house towards Sanjib Debnath house In Ward No- 23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 169 , Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,01,568.00
WBMAD/ULB/RSM/1856/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of concrete road from h/o pintu nath towards tapan das house at Ward No-23 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 169, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,56,487.00
WBMAD/ULB/RSM/1857/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and upgradation of surface Drain from Netai Debnath house towards Tapan Pailan house at Ward No- 23 , Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 169, Proposal SL No- 3 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,31,763.00
WBMAD/ULB/RSM/1858/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Upgradation of Black Top Road from pintu did pitch factory towards ratan mondal house In Ward No- 23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Project Name-A.P.A.S, Poling Station-169, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,87,935.00
WBMAD/ULB/RSM/1859/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing of Road at H/O Utpal Guha towards H/O Ranjit Debnath In Ward No- 23 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 176, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,41,808.00

Bid Submission end date: **09.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1825/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Floor near ShibDurga Mondir at Dhalua Saha Panchil in Ward No. -02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S. Booth No.-118, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,46,847.00
WBMAD/ULB/RSM/1826/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of Covered Drain from H/O Amulya Ratan Chakraborty to H/O Priyanka Mandal in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-118, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 2,38,374.00
WBMAD/ULB/RSM/1828/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of RCC Slab Casting Covered Drain from Agrani Sangha Club towards H/O Pulak Bhattacharya at Nischantapur in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name- A.P.A.S., Booth No.-321, (Proposal Serial No.-01) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,11,724.00
WBMAD/ULB/RSM/1829/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from H/O Gour Ghosh towards H/O Bisu Siri at Nischantapur in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-321, (Proposal Serial No.-2)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,07,158.00
WBMAD/ULB/RSM/1830/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from H/O Chada Ghosh towards H/O Gour Bir at Nischantapur in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-321, (Proposal Serial No.-5)Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,85,796.00
WBMAD/ULB/RSM/1831/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of RCC Slab Casting Covered Drain from 1000' TubeWell towards H/O Monoj Banerjee at Nischintapur in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name- A.P.A.S., Booth No.-321, (Proposal Serial No.-06) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,26,866.00
WBMAD/ULB/RSM/1832/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of RCC Slab Casting Work of Brick Pavement Road from H/O Rajen Singh towards H/O Apurbo Mondal at Nischantapur in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-321, (Proposal Serial No.-7) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 1,50,846.00
WBMAD/ULB/RSM/1833/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of Surface Drain and Earth Filling From H/O Hasi Mandal to H/O Pulak Boidya in Ward No.-05 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S., Booth No.-281, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,00,680.00
WBMAD/ULB/RSM/1834/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of Surface Drain and Earth Filling From H/O Sikha Bag to H/O Shyamal Gayen in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-281, (Proposal Serial No.-02), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,08,215.00
WBMAD/ULB/RSM/1835/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation Work of Surface Drain and Earth Filling From H/O Sudarsan Halder to H/O Ashok Mandal in Ward No. - 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-281, (Proposal Serial No.-04), Within 151 Sonarpur Uttar A.C	Rs. 1,78,765.00
WBMAD/ULB/RSM/1836/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Niren Sardar to Shib Mondir at Naskarpara in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 20 (Proposul Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,22,085.00
WBMAD/ULB/RSM/1837/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Prasanta Naskar to Aparna Naskar at Naskarpara in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 20 (Proposul Serial No - 05), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,71,837.00
WBMAD/ULB/RSM/1839/25-26 Dated 13.11.2025	Repair and Upgradation work of Concrete Road from Prakash Jorder towards Raja Kapat at 9 er Pally in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name - A.P.A.S., Booth No - 67 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,88,829.00

Bid Submission end date: **09.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

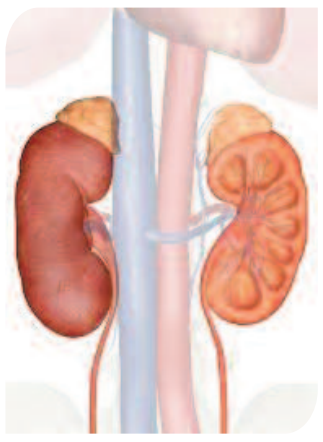

আরোগ্য

সোমবার • ১৭ নভেম্বর ২০২৫ • পেজ ৮

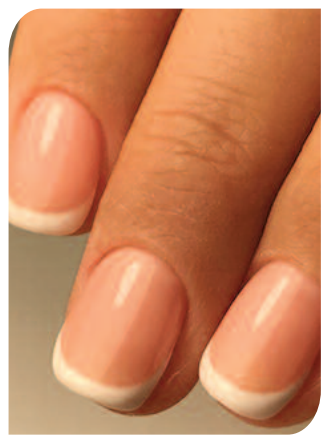

ঘরোয়া কৌশলেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা !

উচ্চ রক্তচাপ একটি নীরব ঘাতক, যা হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং কিডনির সমস্যার মতো মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। তাই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। সব সময় রক্তচাপের ওঠা-নামা রোগী নিজেও বুঝতে পারেন না। তাই এই ধরনের সমস্যা একবার দেখা দিলে পদে পদে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা আবশ্যিক। সঙ্গে মানতে হবে এমন কিছু ঘরোয়া টোটকা যাতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

১. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

- লবণ কমানো খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড এবং অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।
- ফল ও সবজি প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি খান। এগুলোতে পটাশিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।
- কম চর্বিযুক্ত খাবার স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার কম খান। এর পরিবর্তে অলিভ অয়েল, বাদাম এবং অ্যাভোকাডো খান।
- পর্যাপ্ত জল পান প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন, যা শরীর থেকে অতিরিক্ত সোডিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে।

২. নিয়মিত ব্যায়াম

- শারীরিক কার্যকলাপ সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি-তীব্রতার ব্যায়াম করুন, যেমন- দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো ইত্যাদি।
- যোগব্যায়াম এবং ধ্যান যোগব্যায়াম এবং ধ্যান মানসিক চাপ কমাতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৩. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ

- পর্যাপ্ত ঘুম প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন।
- মানসিক চাপ কমানো মানসিক চাপ কমাতে যোগব্যায়াম, ধ্যান বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো কৌশল অবলম্বন করুন।
- প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

৪. ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ

- ধূমপান ত্যাগ ধূমপান রক্তনালীগুলোকে সংকুচিত করে এবং রক্তচাপ বাড়ায়, তাই ধূমপান ত্যাগ করা জরুরি।
- মদ্যপান সীমিত করা অতিরিক্ত মদ্যপান রক্তচাপ বাড়াতে পারে, তাই মদ্যপান বন্ধ করুন।

৫. ওজন নিয়ন্ত্রণ

- স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা রক্তচাপ বাড়াতে পারে।
- সুষম খাদ্য এবং ব্যায়াম সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্ত্রণ করুন।

পাঁচটি উপসর্গ বলে দেবে কিডনিতে স্টোন আছে কি না! কোন কোন উপসর্গ দেখে সতর্ক হবেন?

কিডনি স্টোন বা কিডনিতে পাথর হল এক ধরনের কঠিন বর্জ্য পদার্থ, যা কিডনির ভিতরে তৈরি হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'রেনাল ক্যালকুলি'। এই পাথর ছোট বালির দানার মতো থেকে শুরু করে গলফ বলের মতো বড়ও হতে পারে। প্রস্রাবের মধ্যে খনিজ পদার্থ এবং লবণের ঘনত্ব বেড়ে গেলে কিডনিতে পাথর তৈরি হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান না করলে প্রস্রাব ঘন হয়ে যায়, যা খনিজ এবং লবণের ঘনত্ব বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত লবণ, চিনি, রেড মিট এবং অক্সালেট সমৃদ্ধ খাবার খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।
তাই সময় থাকতে সতর্ক হওয়া জরুরি। কিডনিতে পাথর বা কিডনি স্টোন হলে সাধারণত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে

১. তীব্র ব্যথা

- কিডনিতে পাথরের কারণে সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ তীব্র ব্যথা। এই ব্যথা সাধারণত পিঠের নিচের দিকে, পাঁজর বা পেটের পাশে অনুভূত হয়।
- ব্যথাটি তীব্র হতে পারে এবং কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

২. প্রস্রাবে পরিবর্তন

- কিডনিতে পাথর হলে প্রস্রাবের রঙ পরিবর্তন হতে পারে। প্রস্রাবে রক্ত দেখা যেতে পারে, যা প্রস্রাবকে গোলাপী, লাল বা বাদামী করে তুলতে পারে।
- প্রস্রাবে দুর্গন্ধ বা ঘোলাটে ভাব দেখা দিতে পারে।
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া বা ঘন ঘন প্রস্রাবের চাপ অনুভব করাও কিডনিতে পাথরের লক্ষণ হতে পারে।

৩. বমি বমি ভাব এবং বমি

- তীব্র ব্যথার কারণে বমি বমি ভাব এবং বমি হতে পারে।

৪. প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া বা ব্যথা

- কিডনিতে পাথর মূত্রনালীতে আটকে গেলে প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া হয়। সঙ্গে ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

৫. জ্বর এবং কাঁপুনি

- যদি কিডনিতে পাথরের কারণে সংক্রমণ হয়, তবে জ্বর এবং কাঁপুনি হতে পারে।

এই লক্ষণগুলির মধ্যে কোনও একটি দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

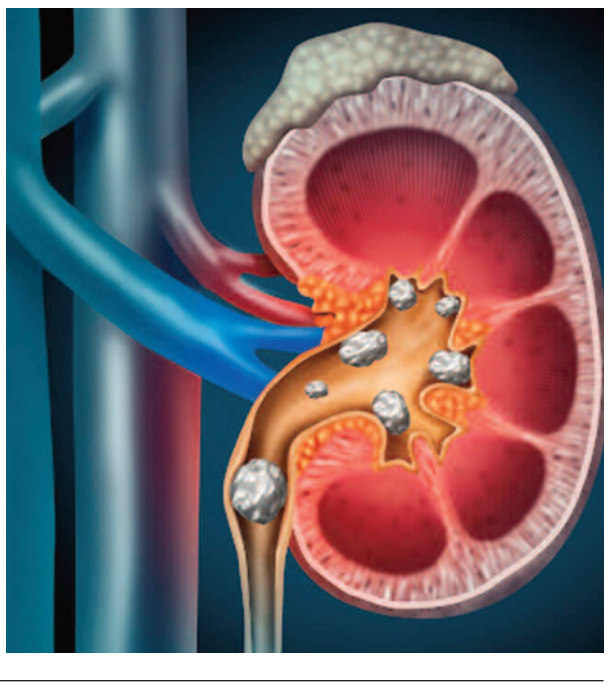

নখ যেকোন সময় যেকোনভাবেই আক্রান্ত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। তাঁরা এটাও জানিয়েছেন যে, নখের নিজস্ব রঙের পরিবর্তন দেখে চিকিৎসকরাও অনেক কঠিন ও জটিল রোগ নির্ধারণ করতেও সক্ষম হন। হার্টের নানান সমস্যা , ফুসফুসের প্রদাহ সহ অন্যান্য সমস্যা সহ রক্তাল্পতা রোগ সমূহের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে নখের রঙের পরিবর্তন সহ তাদের আকারের পরিবর্তন ও ভীষণভাবে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

ডাঃ শামসুল হক

নখের সুরক্ষায় অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা

আমাদের দুই হাত এবং পায়ের প্রতিটি আঙ্গুল অতি অজান্তেই সুসজ্জিত হয়ে ওঠে ঈশ্বর প্রদত্ত বিভিন্ন আকারের নখের ই দৌলতে । তাই সেই নখ যাতে সদা সুরক্ষিত থাকে সেই দিকে যেন থাকে আমাদের তীক্ষ্ম নজর ও । যদিও নখকে আমরা শরীরের অতিরিক্ত একটা অংশ বলেই মনে করে থাকি বলে তাকে নিয়ে বেশী কিছু ভাববার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করিনা আমারা । ওই আছে এবং থাকবে, মোটামুটি এই ধরণের চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়েই নখ নামক শরীরের এই অঙ্গটাকে আমরা পাশ কাটিয়ে চলার ই চেষ্টা করে থাকি । কিন্তু কেউ কেউ নিজস্ব শরীরের এই অংশটাকে নিয়েই এত চিন্তা ভাবনা করেন যে, তাঁরা মনে করেন এই নখ ই যেন তাঁদের শরীরের অতি আবশ্যিক একটা অঙ্গ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টাও তাঁরা করে থাকেন ঠিক সেইভাবেই।

সাধারণত ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই এই ধরণের চিন্তাভাবনা করেন একটু বেশি বেশিই। আর তাঁরা সেইভাবেই যত্ন নেওয়ার ও চেষ্টা করেন তাঁদের নখের। কিন্তু ঘটনা যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানের ভাষায় নখ কোন অংশেই শরীরের অন্যান্য কোন অঙ্গের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। চিকিৎসকদের মতামত ও ঠিক তাই। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথিক , আয়ুর্বেদ বা অন্যান্য শাখার সমস্ত চিকিৎসকদের মতামত এক ই । তাঁরা মনে করেন এই নখ শরীরের এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ , যার অযত্নেই সৃষ্টি হতে পারে শরীরের অন্যান্য অনেক রোগরেও । শুধু তাই নয় নখ দেখেই চেনা যায় মানব দেহের অন্যান্য অনেক উপসর্গ ও । অত এব এই নখকে কোনভাবেই শরীর ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষার প্রয়োজনে কম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে না।

নখ হল আমাদের শরীরের, বিশেষতঃ ত্বকের বর্ধিত একটা অংশ। সেটা আবার তৈরি হয় কেরটিন নামক এক ধরণের প্রোটিন দিয়ে। নখের চারপাশে সরু সরু অথচ বেশ কঠিন স্কিন দ্বারাই আবৃত অবস্থায় থাকে।একে আবার ডাকা হয় কিউটিকল, এই নামেই। আমাদের হাতের নখের চেয়ে পায়ের নখ একটু মোটা হয়ে থাকে। আর সব মানুষের নখের আকৃতি যে এক ই রকম হতে হবে তার কোন মানে নেই। পায়ের ক্ষেত্রেও তাই। তবে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন হাতের নখের চেয়ে পায়ের নখের রকমফের একটু বেশি বেশিই হয়ে থাকে। আর হাতের নখ ও থাকে বেশ সুদৃঢ় । তুলনামূলক ভাবে পায়ের নখের সুস্থতার হার একটু কম ই । যখন তখনই তা আক্রান্ত হতে পারে। আঘাত জনিত সমস্যাও দেখা দিতে পারে একটু বেশি বেশিই।

আগেই বলা হয়েছে যে, নখ কেরটিন নামক বিশেষ ধরণের প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে।ত্বক ও অবশ্য তাই। তাই নখ এবং ত্বকের মধ্যে একটা বিশেষ সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। অনেকে আবার ত্বক এবং নখকে এক ই বস্তু বলে গুলিয়েও ফেলেন । তবে ত্বকের চেয়ে নখের কেরটিন তুলনামূলক মাধ্যমেই ।

নখে আবার দেখা দিতে পারে নানা ধরণের ছত্রাক জাতীয় রোগ অর্থাৎ ফ্যাংগাল ইনফেকশন। আর সেইসব ক্ষেত্রেও রোগ নির্ণয় বেশ সহজসাধ্য হয়ে ওঠে নখের ই রূপ দেখে। আবার নখ আক্রান্ত হতে পারে ক্যানসার নামক অতি ভয়াবহ রোগের ছোবলেও । চিকিৎসা মহলে নখের সেই বিশেষ ধরণের ক্যানসার পরিচিত মেলালোমা নামেই । তখন নখের উপর লম্বা লম্বা কালচে রঙের এক ধরণের ছোপ পড়তে দেখা যায়। আর তা থেকে চিকিৎসকরা বুঝে ভাবে একটু শক্ত প্রকৃতির ই হয়ে থাকে।

নখ যেকোন সময় যেকোনভাবেই আক্রান্ত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। তাঁরা এটাও জানিয়েছেন যে, নখের নিজস্ব রঙের পরিবর্তন দেখে চিকিৎসকরাও অনেক কঠিন ও জটিল রোগ নির্ধারণ করতেও সক্ষম হন। হার্টের নানান সমস্যা , ফুসফুসের প্রদাহ সহ অন্যান্য সমস্যা সহ রক্তাল্পতা রোগ সমূহের চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে নখের রঙের পরিবর্তন সহ তাদের আকারের পরিবর্তন ও ভীষণভাবে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া দেহের নানান স্থানে যে সমস্ত ছত্রাক জাতীয় রোগ দেখা দেয় তাও অনেক সময় বোঝা সম্ভব হয় নখের ই রূপ দেখে অথবা তাদের বর্ণের পরিবর্তনের যান নখের নতুন সেই রোগের আক্রমণের কথা।

নখের সবচেয়ে বড় এবং অতি পরিচিত রোগের নাম হল নখকুনি । নারী - পুরুষ সকলের ই হতে পারে এই রোগ। বছরের প্রায় সব সময়ই হতে পারে এই রোগ। তবে বর্ষাকালে এর প্রকোপ দেখা দিতে পারে একটু বেশি বেশিই। আর এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল নখের কোনা যদি বাইরের দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়ে ত্বকের ভিতরের দিকে বাড়তে থাকে তাহলে তা হতেই পারে। আর এই রোগ মূলতঃ পায়ের নখেই দেখা যায় একটু বেশি পরিমাণেই এবং তা হয়ে থাকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলেই । ক্ষেত্রবিশেষে নখের সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের গঠনের পরিবর্তন ও আসতে পারে। তখন সামান্য বেঁকে যায় পায়ের সেই আঙুল।

এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গত অনেক কারণ ও অবশ্য আছে। পা বেশি ঘামলে হতে পারে এই রোগ। হতে পারে নখে আঘাত লাগলে বা ভুল নিয়মে হাঁটাহাঁটি করলে। ইচ্ছেয় হোক, অথবা অনিচ্ছেয় কেউ যদি আঁটসাঁট জুতো পরে হাঁটাহাঁটিতে অভ্যস্ত হন তাহলেও হতে পারে এই রোগ। তখন নখের কোনা লালাভ বর্ণের হয়ে ওঠে। সেখান থেকে প্রায় ই পুঁজ অথবা পুঁজ মিশ্রত রক্ত নির্গত হতে পারে। হতে পারে ব্যথা এবং নখের চারপাশের অংশ ফুলেও যেতে পারে। তখন অজানা এক অস্বস্তিতে মনটাও ভীষণ আনচান করে ওঠে। আর চট করে এই রোগ থেকে মুক্তি মেলে না বলে যেকোন সময় ই বেড়ে যেতে পারে মানসিক অস্বস্তির পরিমান ও ।

নখকুনি এড়িয়ে চলতে হলে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হল, অতিরিক্ত জল ঘাঁটা থেকে অতি অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া হাত বা পা বেশীক্ষণ ভিজে অবস্থায় রাখা চলবে না। আর ভেজালেও তা শুকনো সুতীর কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে মুছে নিতে হবে। প্রয়োজন মনে করলে রোদ্দুরে শুকিয়েও নিতে হবে। তাহলে নখকুনি থেকে রেহাই মিললে ও মিলতে পারে।

নখকুনি নখের একটা অতি পরিচিত রোগ এবং তখন তখনই এই রোগে যেকেউ আক্রান্ত হতে পারেন বলেই এই উপসর্গ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য কিছু কিছু সাবধানতা অবলম্বন অবশ্যই প্রয়োজন।মনে রাখাও প্রয়োজন যে, অতিরিক্ত ধুলোবালি ঘাঁটলেও হতে পারে এই রোগ। আবার যারা অতিরিক্ত ঘামেন তাঁদের ও হতে পারে এই রোগ।

নখ তা হাতের হোক অথবা পায়ের স্বাভাবিকভাবেই তা খুব মসৃণ হয়। আর তা হলে নখের মধ্যে কোন কোন দাগ বা গর্ত থাকা উচিত নয়।সুস্থ নখের রং হতে পারে হালকা গোলাপী রঙের। কিন্তু সেই রঙের যদি কোন তারতম্য থাকে তাহলে অতি অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। নখ একটু হলদেটে হলে হতে পারে ফাংগাল ইনফেকশন। সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নখের কোণাগুলো হলুদাভ হয়ে যেতে পারে। নখের রঙ কখনও আবার হয়ে যেতে পারে হালকা নীল বর্ণর ও । সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে রক্তে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আর তেমনটা হলে অতি অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

হাত বা পায়ের নখকে ঠিক ঠিকভাবে রক্ষা করতে হলে নজর রাখতে হবে নখ কাটার দিকেও ।মনে রাখা প্রয়োজন যে, তার উপর ই কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে নখের নিরাপত্তা। নখ মুড়িয়ে না কেটে একটু রেখেই কাটা উচিত। সপ্তাহে একদিন করে নখ কাটলেই হবে।ব্যবহার করা যাবে না অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট পাউডার সহযোগে কাচাকুচির কাজ। অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত সাবান ও ব্যবহার করা উচিত হবে না। নখকে ষোল আনাই সুরক্ষিত রাখতে গেলে যতটা সম্ভব ততটাই শুকনো রাখার চেষ্টা করতে হবে। হালকা গরম জলের মধ্যে অল্প লবণ মিশিয়ে সেই জলে সপ্তাহে অন্তত একদিন পা ডুবিয়ে বসে থাকতে হবে। দু চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে এক চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নখকুনির উপর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লাগালেও ভালো ফল পাওয়া যাবে।অলিভ অয়েল খুবই ঠাণ্ডা। তাই আরাম দেয় খুবই তাড়াতাড়ি। দিনে দুতিনবার পাঁচ দিন লাগালেই ভালো ফল পাওয়া যাবে। ভুট্টো মিহি করে বেটে সেটা গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালেও উপকার পাওয়া যাবে। রসুন এবং ভিনিগার মিশিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগালেও চলবে।

নখকুনিকে ছোঁয়াচে রোগ বলে কখন ই ভুল করা উচিত হবে না। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। থাকতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েও । আর তা যদি সম্ভব হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই দূরে সরে থাকবে নখকুনির ভয় এবং ভ্রান্তিও ।